NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ চরম অনিশ্চয়তায় ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশীরা

আরামবাগের বানভাসি মানুষের পাশে শুভেন্দু ৬

কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৫ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.9.2024, Vol.18, Issue No. 104 8 Pages, Price 3.00

তরুণীর ৩০ টুকরো দেহ

বেঙ্গালুরু, ২১ সেপ্টেম্বর: বেঙ্গালুরুর একটি ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে মিলল এক তরুণীর টুকরো টুকরো করা দেহ। বছর ২৯-এর ওই তরুণীর দেহকে ৩০ টুকরো করে ফেলে রাখা হয়েছিল ফ্রিজের মধ্যে। ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর মল্লেশ্বরমে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই শনিবার পুলিশের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, একটি এক কামরার ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর দেহাংশগুলি পাওয়া গিয়েছে। শনিবার ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশের একটি দল ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে দেহাংশগুলি উদ্ধার করে। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরাও পৌঁছে যান ঘটনাস্থলে। ফ্ল্যাটের সামনের রাস্তা ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের অনুমান, তরুণীকে খুন করা হয়েছে। প্রায় সপ্তাহ দুয়েক আগে তাঁকে খুন করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান পুলিশের।

নতুন বায়ুসেনা প্রধান হলেন অমরপ্রীত সিং

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: নতুন বায়ুসেনা প্রধান পাচ্ছে দেশ। শনিবার দেশের নতুন বায়ুসেনা প্রধান হিসাবে এয়ার মার্শাল অমরপ্রীত সিংকে নিযুক্ত করল কেন্দ্র। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তিনি। ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের বায়ুসেনা প্রধান পদে আছেন এয়ার চিফ মার্শাল বিবেকরাম চৌধরি। তিন বছর বায়ুসেনাকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরই অবসরগ্রহণ করছেন তিনি। তেজস, সুখোই-৩০, রাফাল-সহ নানা যুদ্ধবিমান ভারতীয় বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্তির নেপথ্যে বিবেকরামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কার্গিল যুদ্ধেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

ফের নিম্নচাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগেই ফের নিম্নচাপের চোখরাঙানি। যার জেরে দুর্যোগ-দুর্ভোগের আশঙ্কা বাংলায়। রবিবার থেকেই তৈরি হতে পারে ঘূর্ণাবর্ত। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে সিঁদুরে মেঘ। বানভাসি দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টি-বিপত্তি! রবি-সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। সপ্তাহের শুরুতে নিম্নচাপের আশঙ্কা। সোমবার নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, এমনই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় বাংলায়। দিঘার উপর দিয়ে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। যার জেরে ফের আকাশ কালো করে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

প্রয়াত কুনার হেমব্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিডনির অসুখের সঙ্গে লড়াই করেই বেঁচে ছিলেন। সেই লড়াই এবার শেষ। জীবন থেকে বিদায় নিলেন ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন সাংসদ কুনার হেমব্রম। শনিবার কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। কুনার হেমব্রমের মৃত্যু সংবাদ ঝাড়গ্রামে পৌঁছতেই আদিবাসী মহলে শোকের ছায়া। 'আপনজন'কে হারানোর দুঃখে কাতর পরিবার, প্রতিবেশী, সহকর্মীরা।

আরজি করে ফিরল চেনা ছবি

জরুরি পরিষেবা দিতে শুরু করলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার থেকেই চেনা ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলি। জরুরি পরিষেবায় কাজে যোগ দিতে শুরু করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। চিকিৎসকদের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের যে ভরকেন্দ্র, সেই আরজি করেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সেখানে জরুরি পরিষেবায় কাজে যোগ দিয়েছেন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারেরা। অন্য সরকারি হাসপাতালগুলিতেও কম-বেশি একই চিত্র শনিবার সকাল থেকে।

আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম প্রতিনিধি আরজি করের আরিফ আহমেদ। শনিবার সকালে তিনি জানিয়েছেন, আরজি কর ও অন্য হাসপাতালগুলিতে জরুরি পরিষেবায় কাজে যোগ দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ইমার্জেন্সি বিভাগ পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে। গত ৯ অগস্ট আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠেছিল। তার পর থেকে বিচার চেয়ে এবং কর্মস্থলে নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। মোট পাঁচ দফা দাবিতে টানা আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। সরকার পক্ষের সঙ্গে দু'দফা বৈঠক হয়েছে। এক বার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে। আর এক বার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে।

দু'দফা বৈঠকের পর হাসপাতালে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত দিকগুলিতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে সরকারের তরফে ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে এ বিষয়ে ১০ দফা নির্দেশিকা-সহ একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন পন্থ। এর পরেই স্বাস্থ্য ভবনের সামনে টানা ১০ দিনের অবস্থানে ইতি টানার সিদ্ধান্ত নেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। শুক্রবার দুপুরে শেষ হয় অবস্থান।

নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য ভবন থেকে সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দপ্তর পর্যন্ত মিছিলের পরে ক্যাম্পাসে ফেরেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আরজি করে ফিরে তাঁরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছিলেন শনিবার থেকে জরুরি পরিষেবায় কাজে যোগ দেবেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সঙ্গে তাঁরা এ-ও বলেছিলেন, 'এই আন্দোলনের সঙ্গে জুড়েছিলেন এমন প্রচুর মানুষ, যাঁরা এখন বন্যাবিধ্বস্ত। আমরা তাঁদের জন্য 'অভয়া ত্রাণশিবির' খুলেছি। সেখানে চিকিৎসা পাচ্ছেন তাঁরা।' আন্দোলনকারীরা আশ্বস্ত করেছিলেন, আরজি করের জুনিয়র ডাক্তারেরা রোগীদের ফিরিয়ে দেবেন না। যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাঁরা।

জুনিয়র ডাক্তারেরা শুক্রবার জানিয়েছিলেন, বন্যা পরিস্থিতির মাঝে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে তাঁদের লড়াই জারি থাকবে। প্লাবন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে জুনিয়র ডাক্তারেরা ইতিমধ্যে যে পদক্ষেপ করেছে, সে কথাও জানিয়েছিলেন তাঁরা। আন্দোলনকারীরা বলেছিলেন, 'আমাদের একটি দল ইতিমধ্যে পাঁশকুড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। সেখানকার বন্যাবিধ্বস্ত মানুষদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে।'

বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসি নয়, রাজ্যকেই দুষলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য টানাপোড়েনের মধ্যে এবার ঢুকে পড়লেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর দাবি, বাংলার বন্যা পরিস্থিতি ডিভিসির জন্য নয়। বরং, কংসাবতী বাঁধ থেকে জল ছাড়াতেই এই বন্যা তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে রাজ্যপাল বলছেন, ডিভিসিকে দোষারোপ না করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত রাজ্যের।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিকে 'ম্যান মেড বন্যা' বলে দেগে দিয়ে ডিভিসির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ২০০৯ সালের পর বাংলায় এত ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ দেড় দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর বন্যা পরিস্থিতির মুখোমুখি বাংলা। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, 'ডিভিসি অপরিকল্পিতভাবে একক সিদ্ধান্তে মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে ৫ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে। যার ফলে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলা, বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমান,পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জলের তলায়। অতীতে এভাবে কোনওদিন ডিভিসি এত জল ছাড়েনি। নিম্ন দামোদর অববাহিকায় ২০০৯ সালের পর এটাই ভয়ংকরতম বন্যা। প্রায় এক হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জলের তলায়। ৫০ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত।'

এদিন রাজ্যপাল পালটা দাবি করলেন, যে যে জেলাগুলিতে বন্যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডিভিসিকে দায়ী করছেন, সেই বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর কোনভাবেই ডিভিসি'র অববাহিকার মধ্যে পড়ে না। কংসাবতী, শিলাবতী ও দ্বারকেশ্বর নদী এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং কংসাবতী নদীর উপর মুকুটমণিপুরে বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলেই এইসব জায়গা প্লাবিত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের বন্য পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যপাল। তাঁর দাবি, ডিভিসির যে বাঁধ তৈরি হয়েছিল, তা তৈরি হয়েছিল ছোটখাটো বন্যা পরিস্থিতি আটকানোর জন্য। এছাড়া বাঁধ যদি জল না ছাড়ে, তাহলে বাঁধের ক্ষতি। এভাবে ডিভিসিকে দোষারোপ না করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজের দায়িত্ব পালন করুক রাজ্য সরকার।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন অতিশী

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: আম আদমি পার্টি (আপ)-র তরফে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সময়সূচি মেনেই শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন অতিশী মারলেনা। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর (উপরাজ্যপাল) ভিকে সাক্সেনার সরকারি বাসভবন 'রাজ নিবাসে' অতিশীর সঙ্গে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন আরও পাঁচ আপ বিধায়ক; সৌরভ ভরদ্বাজ, গোপাল রাই, কৈলাস গেহলট, মুকেশ অহলাওত এবং ইমরান হুসেন। অতিশীর শপথে হাজির ছিলেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে অতিশী হলেন এই মুহূর্তে দেশের দ্বিতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লিতে এর আগে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন দু'জন নেত্রী; বিজেপির সুষমা স্বরাজ এবং কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত। কেজরিওয়াল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লেফটেন্যান্ট গভর্নর সাক্সেনার সঙ্গে দেখা করে নিজের ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেই 'রাজ নিবাসে' গিয়ে দিল্লিতে নতুন সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছিলেন অতিশী। তার আগে মঙ্গলবার দুপুরে আপ পরিষদীয়দলের বৈঠকে কেজরির প্রস্তাব মেনে সর্বসম্মতিক্রমে অতিশীকে নেতা নির্বাচিত করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত ২১ মার্চ দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেননি কেজরিওয়াল। তিনিই দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরে আপ প্রধান গত শনিবার ঘোষণা করেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। পরের দিন দুপুরে দলীয় এক সম্মেলনে তিনি জানান, দু'দিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দেবেন তিনি। সঙ্গে এ-ও জানান, পুনরায় ভোটে না জেতা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদে তিনি আর ফিরবেন না।

বিরূপাক্ষর পর এবার সিজিওতে অভীকও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআইয়ের ডাক পেয়ে শনিবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হন চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ-খুনের মামলায় এ বার অন্য এক চিকিৎসক অভীক দে-কে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শনিবার দুপুরে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন অভীক। প্রসঙ্গত, আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের অন্যতম দাবি ছিল মেডিক্যাল কলেজগুলিতে 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করতে হবে। শনিবার সকাল ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন তিনি। সাংবাদিকরা একাধিক প্রশ্ন করেন তাঁকে। তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের দিন কেন সেমিনার হলে ছিলেন? আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে তাঁর আদৌ ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা , এমনই একাধিক প্রশ্ন করা হয় বিরূপাক্ষকে। সিজিওতে ঢোকার সময় তিনি বলেন, 'আগে কথা বলে নিই, তার পর বলব।' আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই আলোচনায় উঠে এসেছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক বিরূপাক্ষ এবং প্রাক্তন আরএমও অভীকের নাম। তাঁদের নামে ভূরি ভূরি অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। তাঁরা সন্দীপের 'ঘনিষ্ঠ' বলেও অভিযোগ। এ ছাড়া তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে 'দাদাগিরি' করার অভিযোগ রয়েছে। আরজি করে আর্থিক অনিয়ম মামলায় সিবিআইয়ের হাতে সন্দীপ গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই অভীকদের 'থ্রেট কালচার' নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। মুখ খুলতে থাকেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। স্বাস্থ্য ভবনও তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। আরজি কর-কাণ্ডের আবহে সমাজমাধ্যমে একটি অডিয়ো ভাইরাল হয়। সেই অডিয়োর সূত্র ধরেই উঠে আসে চিকিৎসক বিরূপাক্ষের নাম। দাবি করা হয়, ওই অডিয়োর কণ্ঠস্বর বিরূপাক্ষের। বিরূপাক্ষকে সেই অডিয়োয় 'হুমকি' দিতে শোনা যায়। অভিযোগ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে চলত বিরূপাক্ষের 'দাদাগিরি'। তিনি হুমকি দিতেন বলেও অভিযোগ। বিরূপাক্ষ যদিও তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী-র প্রশংসা ইউনিসেফের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কন্যাশ্রী' ও 'রূপশ্রী' প্রকল্পের প্রশংসা করল ইউনিসেফ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিস্ক প্রসূত 'কন্যাশ্রী' ও 'রূপশ্রী' প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করল আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনাইটেড নেশন'স চিলড্রেন্স ফান্ড। ইউনিসেফের ফিল্ড অফিসের প্রধান মনজুর হোসেন ২০ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার কলকাতায় একটি আলোচনা সভায় হাজির ছিলেন। সেই সভাতেই এই কথা তুলে ধরেন তিনি।

আলোচনা সভায় বক্তৃতা রাখার সময় 'কন্যাশ্রী' ও 'রূপশ্রী' প্রকল্প বাংলার নারীসমাজকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে তা প্রশংসনীয়। ইউনিসেফ প্রধানের মতে রাজ্যের সার্বিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'কন্যাশ্রী' বা 'রূপশ্রী'-এর মত প্রকল্পগুলি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরও বলেছেন যে, বাংলার নারীদের সার্বিক উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এই দুই প্রকল্প বিপুল ভূমিকা পালন করেছে। তার এই প্রশংসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় নতুন পালক সংযোজন করেছে। বাংলায় আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে যখন গোটা বাংলা মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তখন মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিস্ক প্রসূত এই প্রকল্পের গুণগান চোখে পড়ার মতো। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসংঘের তরফে কন্যাশ্রী প্রকল্পকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই সম্পর্কে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন, 'এর চাইতে বড় বিষয় আর কি হতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গোটা বিশ্বকে নারী নিরাপত্তা এবং নারীদের সম্মান করার বিষয় সম্পর্কে পথ প্রদর্শন করেছে, তা অতুলনীয়।' তিনি আরও বলেছেন যে, 'বাংলা আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেল। মহিলারা যে সম্মান এই রাজ্যে পেয়েছে, তা অতুলনীয়। বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নারী, এই কথাটি যে কত বড় কথা, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের সম্মান দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই বাক্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন যিনি, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

পুজোয় বঙ্গবাসীর পাতে পদ্মার ইলিশ

নিষেধাজ্ঞা তুলল ইউনূস সরকার

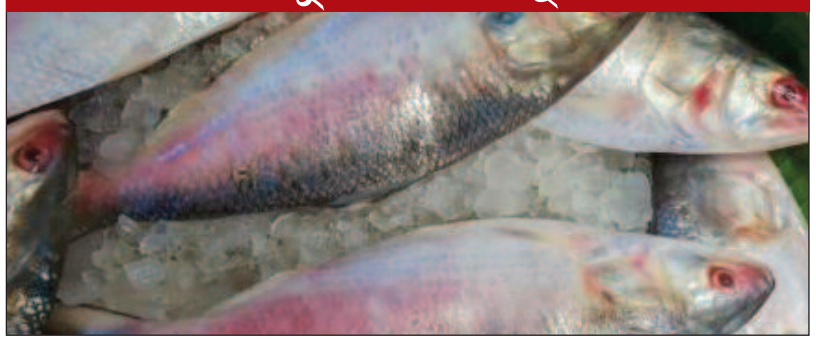

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ টালবাহানার অবসান। পুজোয় এ বার পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাতে পড়বে বাংলাদেশি ইলিশ। দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যে বাংলাদেশের ইলিশ আসছে তিন হাজার টন! শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রক। সেখানেই পশ্চিমবঙ্গে তিন হাজার টন ইলিশ পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 'ফিশ ইম্পোর্টাস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'মাছ আসছে নিশ্চিত। একটা জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তবে মাছের দাম কতটা কী হবে, বলা সম্ভব নয়। এমনিতেই ইলিশের দাম আকাশছোঁয়া! যদি পরিমাণে বেশি আসে, তবেই দাম কম হবে। নয়তো দাম বেশিই থাকবে।'

ভারতের 'ফিশ ইম্পোর্টাস অ্যাসোসিয়েশন' (মৎস্য আমদানি সংগঠন)-এর তরফে জানানো হয়েছে, উৎসবের জন্য প্রতি বছর ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ পার বাংলায় ইলিশ চলে আসে। এ বছর তা এখনও আসেনি। উৎসবের মরশুমে ভারতে ইলিশ রপ্তানি বন্ধ রেখেছিল বাংলাদেশ। জানানো হয়েছিল, অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণেই এই সিদ্ধান্ত। নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ নেই।

শনিবার বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, দুর্গাপুজোর আগে তিন হাজার মেট্রিক টন ইলিশ পাঠানো হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, ভারতের যে সকল ব্যবসায়ীরা মাছ আমদানির জন্য আগে আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আর নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তবে নতুন করে যাঁরা আবেদন করতে চান, তাদের আগামী ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৭-০৮-২০২৪ ডোমকল S.D.E.M মুর্শিদাবাদ কোর্টে ৫১৯৪ সিরিয়াল এফি ডেভিট বলে MOLA BOX পিতা KOLIMUDDIN SAIKH ছিলাম আমি এখন MEKAIL SK পিতা KALIMUDDIN SK সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭-০৮-২০২৪ ডোমকল S.D.E.M মুর্শিদাবাদ কোর্টে ৫১৯৭ সিরিয়াল এফি ডেভি বলে FAJLUL KHOLIFA পিতা ARMAN KHOLIFA ছিলাম আমি এখন BAJLUR KHALIFA পিতা ARMAN KHALIFA সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৭০৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Suman Barui R/o. 115/124, B.G.G. Sarani (Sat Mile), Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly-712232, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Suku Ranjan Barui & Sukharanjan Barui উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Ashadevi Yadav W/o. Jitu Yadav ভুলবশত আমার স্বামীর ই-এস-আই নম্বর (4108244779) কার্ডে আমার নাম Ashadevi Yadav এর পরিবর্তে Goura Devi লেখা আছে। গত ১৩/০৯/২০২৪ তারিখে L.D. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st Class শ্রীরামপুর কোর্ট থেকে এফিডেভিট (নম্বর ৯৯৫৬) বলে প্রমান করিতেছি যে Ashadevi Yadav ও Goura Devi দুজনেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Satrughna Ram (old name) S/o. Late Shidu Ram, R/o. Antar Bagan, P.O. & P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly-712101, W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Shatrughan Ram (new name) vide an affidavit no. 6291 sworn before 1 st Class Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court on 11/09/24. Satrughna Ram & Shatrughan Ram S/o. Late Shidu Ram both are the same & one identical person. Anand Ram is my Son.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে সেপ্টেম্বর, ৫ ই আশ্বিন। রবিবার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী ও শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I Indu Agarwal w/o Padam Kumar Agarwala residing at Urbana Complex Towar 5, flat no. 1404, 783, Anandapur Rd, Calcutta - 700107 have changed my name & shall henceforth be know as "Indu Agarwala" as declared before the First class Judicial Magistrate Calcutta vide affidavit no. 2939 date 19th September 2024 & accordingly now "Indu Agarwal" and " Indu Agarwala " both are same & one identical person.

Change of Name

I, **DHUKIRAM DANDAPAT,** S/o Lt. Sudhir Dandapat, residing at Vill.-Harirhat, P.O : Sabang, P.S : Sabang, Dist.- Paschim Medinipur (W.B), henceforth be known as **DUKHUSHYAM DANDAPAT** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Paschim Medinipur vide Affidavit No. 15542, Dated 05/09/2024. **DHUKIRAM DANDAPAT** S/o Lt. Sudhir Dandapat and **DUKHUSHYAM DANDAPAT** S/o Lt. Sudhir Dandapat both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ফুলকুমারী প্রজাপতি, স্বামী-দিলীপ কুমার প্রজাপতি, বিগত ইংরেজির ২৫/ ১১/ ২২ তারিখে শ্রীরামপুর সাব রেজেষ্ট্রি অফিসের ৭৭৫৮/২২ নং কোবালা দলিল মূলে যাহার মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, হাল ১৪১৮ নাম্বার দাগে হাল ৫৭৮, ৬৩৫, ১০৪২, ১৯৬৭, ২৪৬৮, ৩৪০৩ নম্বর খতিয়ানে ১ কাঠা ১ ছটাক জমি ক্রয় করিয়াছেন। যাহার বিক্রেতা রমানাথ মুখার্জী গং পক্ষে আমমোক্তার সঞ্জিত প্রসাদ ও দিলীপ দাস যাহার আমমোক্তার দলিল নম্বর ২১৮/২০২১, তাং-২১/০৯/২০২১ সাব রেজিষ্ট্রী অফিস চন্দননগর। উক্ত আমমোক্তারনামা টি অদ্যবধি বলবৎ রহিয়াছে মেমো নম্বর অনুযায়ী ১০০০/১ (৬)-১৫/ ২০২৪। উক্ত দলিলটি নামের পরিবর্তন হইবে। কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বি.এল.আর.ও. শ্রীরামপুর অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।

দেও কুমার প্রসাদ
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ডাবলু কুমার রজক, পিতা-শ্রী মুন্নি লাল রজক, বিগত ইংরাজী-২২/ ০৮/ ২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-২ হুগলী অফিসের ২৮৩৫/ ২০২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে হাল ৬০৫ নং দাগে হাল ৭৬০ নং খতিয়ানে যাহার মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, ১ কাটা ৮ ছটাক ০৭ বর্গফুট শালি জমি ক্রয় করিয়াছেন। যাহার বিক্রেতা স্বপন বনিক গং পক্ষে আমমোক্তার অরুণ কুমার মিশ্রা আমমোক্তার দলিল নং- ০০১৩২/২০১০ তারিখ ০৪/ ০৩/২০১০ সাফ রেজিষ্ট্রী অফিস শ্রীরামপুর। উক্ত আমমোক্তারনামাটি অদ্যবধি বলবৎ রহিয়াছে। মেমো নম্বর অনুযায়ী ১০০০/ ১ (৬)-১৫/ ২০২৪। উক্ত দলিলটি নামের পরিবর্তন হইবে। কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বি.এল.আর.ও. শ্রীরামপুর অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।

দেও কুমার প্রসাদ
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিজয় কুমার রজক, পিতা-বালেশ্বর রজক, বিগত ইংরাজী-২২/ ০৮/ ২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-২ হুগলী অফিসের ২৮৩৪/ ২০২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে হাল ৬০৫ নং দাগে হাল ৭৬০ নং খতিয়ানে যাহার মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, ১ কাটা ৮ ছটাক ০৭ বর্গফুট শালি জমি ক্রয় করিয়াছেন। যাহার বিক্রেতা স্বপন বনিক গং পক্ষে আমমোক্তার অরুণ কুমার মিশ্রা আমমোক্তার দলিল নং- ০০১৩২/২০১০ তারিখ ০৪/ ০৩/২০১০ সাফ রেজিষ্ট্রী অফিস শ্রীরামপুর। উক্ত আমমোক্তারনামাটি অদ্যবধি বলবৎ রহিয়াছে। মেমো নম্বর অনুযায়ী ১০০০/ ১ (৬)-১৫/ ২০২৪। উক্ত দলিলটি নামের পরিবর্তন হইবে। কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বি.এল.আর.ও. শ্রীরামপুর অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।

দেও কুমার প্রসাদ
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারদাতা ঃ (১) শ্রী শান্তনু দাস, পিতা- সদানন্দ দাস, ঠিকানা-সাং - গৌরীবাটী, পোঃ ও থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, পঃ বঃ, এনাদের পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা-শ্রী কাশীনাথ প্রামানিক, পিতা- শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র প্রামানিক, ঠিকানা-সাং- কাঁড়ারিয়া, পোঃ-কেশবচক, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, পঃবঃ, সম্পত্তির পরিমান-০৫ (পাঁচ) শতক শালি সম্পত্তি, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা-মোহনবাটী, জে.এল. নং-৫, এল.আর. খতিয়ান নং যথাক্রমে-৯০৮, (১) আর.এস. দাগ নং-৬৬৪, এল.আর. দাগ নং-৮১৪, পরিমান-১.০০০০ অংশে ২১ (একুশ) শতক তন্মধ্যে ৭৫১ অত্র খতিয়ানভুক্ত উক্ত দাগের ০.৩৫০৬ অংশে ২১ (একুশ) শতক তন্মধ্যে অত্র খতিয়ানভুক্ত উক্ত দাগের ০.৩৫০৬ অংশে ১২(বারো) শতক তন্মধ্যে উক্ত দাগের ০.১৪৭০ অংশে ০৫(পাঁচ) শতক শালি সম্পত্তি। এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন, এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং যথাক্রমে- MN/2024/0608/8575, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ১৭/ ০৯/ ২০২৪ তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল.আর.ও. অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট
রেজি. নং.- F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর,
হুগলী, পিন-৭১২৮১০,
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারদাতাগন ঃ (১) শ্রী গোলক পাল, পিতা- স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল, (২) শ্রীমতি পম্পা পাল, স্বামী-শ্রী গোলক পাল, ঠিকানা-সাং ও পোঃ-নছিপুর, থানা-তারকেশ্বর, জো-হুগলী, পিন-৭১২৪১৪, পঃবঃ, এনাদের পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারগ্রহীতা-শ্রী চঞ্চল ভৌমিক, পিতা-শ্রী চন্ডীচরন ভৌমিক, সাং-কৃষ্ণবাটী, পোঃ-কুলবাতপুর, থানা-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১৪, পঃবঃ, সম্পত্তির পরিমান-৮.২২২ (আট দশমিক দুই দুই দুই) শতক শালি সম্পত্তি, কেশবচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা-মোহনবাটী, জে.এল. নং-৫, এল.আর. খতিয়ান নং যথাক্রমে-৭৫১, ১২০৪, (১) আর.এস. দাগ নং-৭৬২, এল.আর. দাগ নং-৫৯৮, পরিমান-১.০০০০ অংশে ৭৯(উনআশি) শতক মধ্যে ৭৫১ খতিয়ানভুক্ত ০.০৮৩২ অংশে ৬.৫৭(ছয় দশমিক পাঁচ সাত) শতক তন্মধ্যে ১.৬৪৬ (এক দশমিক ছয় চার ছয়) শতক, এবং ১.০০০০ অংশে ৭৯(উনআশি) শতক তন্মধ্যে ১২০৪ খতিয়ানভুক্ত ০.০৮৩২ অংশে ৬.৫৭৬ (ছয় দশমিক পাঁচ সাত ছয়) শতক শালি সম্পত্তি। উপরোক্ত একটি বন্দে দুটি খতিয়ানে মোট-৮.২২২ (আট দশমিক দুই দুই দুই) শতক শালি সম্পত্তি, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন, এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দুইটি আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং যথাক্রমে- (1) MN/2024/0608/8569, (2) MN/2024/0608/8573, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ১৭/ ০৯/ ২০২৪ তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল.আর.ও. অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

সুকুমার নস্কর
অ্যাডভোকেট
রেজি. নং.- F/81/78/91
গৌরীবাটী, তারকেশ্বর,
হুগলী, পিন-৭১২৮১০,
মোবাইল নং-৯০০২৮৭৬০৮৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে আমরা ১) আব্দুল খালেক সেখ, পিতা-মৃত আব্দুল রহিম সেখ দলিল নং I-5574/24, ২) আব্দুল কাবির সেখ, পিতা-মৃত আব্দুল রহিম সেখ দলিল নং I-5575/24, ৩) মহবুল সেখ, পিতা-সাজদ্দিন সেখ দলিল নং I-5573/24, ৪) হানিফ সেখ, পিতা-সাজদ্দিন সেখ দলিল নং I-5579/24, ৫) হারুন রসিদ, পিতা-নজরুল ইসলাম দলিল নংI-5578/24, ৬) মাজমিরা বিবি, স্বামী-হারুন রসিদ ও হাসিনা খাতুন, মাতা-মাসুরা বেওয়া দলিল নং I-5577/24, ৭) শশাঙ্ক সরকার, পিতা-সুবল সরকার দলিল নং I-5576/24, মৌজা J.L 170 ঘুগরীডাঙ্গা R.S/L.R খতিয়ান 3928 দাগ R.S, L.R 330, 491, 492 আমন 493 আউশ, মোট পরিমান-783.25 শতক সাত শত তিরাশি দশমিক দুই পাঁচ শতক মাত্র চাষ যোগ্য। সাজ্জাদ আলী ওরফে সাজ্জাদ আলী সেখ, পিতা-মৃত মাজেদ সেখ পক্ষে আজিমগঞ্জ A.D.S.R. I-708/2024 আমমোক্তারনামা রেকর্ডমূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার ও স্বয়ং রীতা দাস, স্বামী মিন্টু দাস R.S L.R 3928 খতিয়ান মূলে ক্রয় করিয়াছি। এক্ষনে উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারও কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সাগরদিঘী B.L & L.R.O অফিসে জানাইবেন। অন্যথাই আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নথিভুক্ত নং ১৬২৫০/১৯৮৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আলিপুর সমীপে এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১০২৬৮/১৯৮৯, রেজিস্ট্রিকৃত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স, ক্যালকাটা, আমার মক্কেল ১. হৈমন্তি দে এবং ২. অমিতাভ সরকার এর হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গলফ গ্রিন থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য নং ১৮৪৮ তারিখ ২১.০২.২০২১ এবং জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য নং ৬৩৭ তারিখ ১২.০৯.২০২৪ দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্বত্ব দলিল কোনও ব্যক্তি পেয়ে থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইয়াসমিন বিশ্বাস (অ্যাডভোকেট)
"সরাফ হাউস", রুম নং ২৮
৪/১, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল : biswasyasmin@gmail.com
মো- নং : ৯৩৩০২৫৭৭১৯
তারিখ : ২২.০৯.২০২৪
স্থান: কলকাতা

LEGAL NOTICE

In the court of Ld. District Judge, Purba Medinipur, at Tamluk.
U/S 278 of the Indian Succession Act. 1925
Probate/ Letter of Administration Case No. 04/2022.

In the matter of application for grant of Probate in respect of the will of Deceased **Ashok Roy,** S/O Late Kalipada Roy of village Kenduara, Post Ratulia, PS Panskura, District Purba Medinipur. In the Matter of **Sri Kanchan Chadra Ray,** S/O Late Kalipada Roy of village Rajhati, Post Haur, PS Panskura, Dist. Purba Medinipur **......petitioner,**

......versus----

1.Smt. Alo Roy, W/O Late Ashok Roy, **2. Sri Sanith Roy,** S/O Late Ashok Roy, both of village Kenduara, Post Ratulia, PS Panskura, District Purba Medinipur. **............OP.**

Notice is hereby given that the above named petitioner is applied for grant of probate in respect of last will dated 02.03.2020 of the deceased **Ashok Roy** in respect of (A) Schedule property. Anybody having any claim or objection for granting probate of the will in favour of the petitioner may appear in the Court within 30 Days from the date of publication, failing which the case will be decided against him or her.

(A)Schedule Property:
District. Purba Medinipur, PS Panskura, Mouza Rajhati, J.L.No. 135, **1) Plot No. 399**, Bastu land 16.5 out of 66 decimals. **2) plot No. 400**, puritan patit land, 7.5 decimals out of 36 decimals. **3) Plot No. 407** Danga land 09 decimals Out of 43 decimals, **Total area 33 decimals.**

Sudhi Nath Maity
Sheristadar,
By the order of the Court of the Ld. District Judge, Purba Medinipur, at Tamluk. Dt. 19.09.2024

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার হাওড়ার রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাবে ঠিকাদারদের কাঁধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরের জুন মাসে নবান্নের সভাঘরে একটি প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠক থেকে তিনি আঙুল তোলেন হাওড়া পুরনিগমের রাস্তার দুরাবস্থা নিয়ে। পাশাপাশি শহরের বেহাল পুরপরিষেবা নিয়েও নিজের ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায়। বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন, 'এবার কি আমাকে রাস্তা ঝাঁট দিতে বেরোতে হবে? শুধু উপর দেখলে হবে? নীচে দেখতে হবে না? রাস্তা দেখে না, আলো দেখে না! শুধু ট্যাক্স বাড়ানো! আর লোক বসাচ্ছে! এ ছাড়া প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না! রথীন যখন চেয়ারম্যান ছিল, তখন হাওড়ার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। হাওড়ার অনেক রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার জায়গা পর্যন্ত নেই। কোথাও জবরদখল হলে কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না? জঞ্জাল পরিষ্কার হয় না! কোথাও আলো জ্বলছে তো জ্বলছেই। কোথাও কল থেকে জল পড়ছে তো পড়ছেই। এ সবের টাকা দেবে রাজ্য সরকার! জনগণ পরিষেবা না পেলে পুরসভা-পঞ্চায়েত রেখে লাভ কী? কোথাও ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা থাকলে সেটাও খুলে নিয়ে বিক্রি করে দেন অনেকে। তার জন্য কেন একটা সিস্টেম তৈরি হচ্ছে না? কেন জল অপচয় হচ্ছে? 'অটোমেটেড' কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? কেউ টাকা খেয়ে, কেউ টাকা খাইয়ে এ সব করাচ্ছেন।'

পাশাপাশি তিনি হাওড়া পুরনিগমের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রশাসকমণ্ডলীকে জানিয়ে দেন, এবার থেকে শহরে রাস্তা নির্মাণ ও সারাইয়ের দায়িত্ব পাবে যে সব সংস্থা তাদের ঘাড়েই সেই রাস্তা অন্তত ৫ বছর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাবে। সেই শর্ত মেনেই রাস্তা নির্মাণ ও সারাইয়ের দায়িত্ব দিতে হবে ঠিকাদারদের।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই এখন হাওড়া পুরনিগম কর্তৃপক্ষ রাস্তা নির্মাণ ও সারাইয়ের জন্য যে নয়া দরপত্র ডাকতে চলেছে সেখানে প্রথম শর্তই রাখা হচ্ছে, যে ঠিকাদার এই রাস্তা সারাইয়ের দায়িত্ব নিতে চান তাঁকে আগামী ৫ বছর সেই রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ দেওয়ার পিছনে যে যথেষ্ট কারণ আছে তা হাওড়াবাসী মাত্রই প্রত্যেকে জানেন। কেননা, শহরের বুকে পা রাখলেই দেখা যাবে, বছরখানেক আগে যে রাস্তা কোটি টাকা খরচ করে সারানো হয়েছে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই রাস্তা থেকে পিচের আস্তরণ উঠে যাচ্ছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই ছোট-বড় গর্ত তৈরি হচ্ছে। কিছু দিন আগে সারানো ঝাঁ-চকচকে রাস্তার অবস্থাও এতটাই বেহাল যে, যানবাহন চলাচল তো দূর, হাঁটাচলাই দায় হয়ে উঠেছে। ড্রেনেজ ক্যানাল রোড, ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস, বেনারস রোড, জি টি রোড, ফরশোর রোড, পঞ্চাননতলা রোড, আন্দুল রোড সর্বত্রই বেহাল দশা। কোথাও হয়েছে ১ ফুটের গর্ত, তো কোথাও ৮-১০ ফুট ব্যাসের গর্ত। এর সঙ্গে বৃষ্টি হলে তো আর কথাই নেই, জল জমে বিপজ্জনক হয়ে যায় সেই সব রাস্তা। বিপদে পড়েন আমজনতা।

এদিকে সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই হাওড়া পুরনিগম এলাকার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সারাইয়ের টেন্ডার ডাকতে চলেছে হাওড়া পুরনিগম। সেই টেন্ডারেই নিখরচায় রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের শর্ত জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। চুক্তিপত্রে পাঁচ বছর নিখরচায় রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদারদের সঙ্গে চুক্তি করা থাকবে পুরনিগমের। কিন্তু এই শর্ত মেনে কয়জন ঠিকাদার কাজ করতে এগিয়ে আসবেন, সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু হয়ে গিয়েছে। কেননা এই ঠিকাদারদের দাবি, হাওড়া শহরের ভিতর দিয়ে প্রচুর ভারী যানবাহন চলে। যেই যানবাহন চলাচল আটকানো না হলে রাস্তা কখনই টেকসই হবে না। সেই সঙ্গে রাস্তার নীচ দিয়ে যাওয়া বা পাশ দিয়ে যাওয়া জলের লাইন, টেলিফোনের লাইন, নিকাশির লাইন, বিদ্যুতের লাইনের জন্য বার বার রাস্তা খুঁড়তে হয়। সেই সব কাজ এই ঠিকাদাররা করেন না। করেন সেই সব কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য ঠিকাদাররা। তাই সেই সব কাজের দায়িত্ব কেন তাঁরাই বা নেবেন।

বালিতে অবৈধ কল সেন্টার উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার বালি এলাকার জিটি রোডের একটি আবাসনের চারতলায় অবৈধ কল সেন্টার চালানোর খবর পায় হাওড়া সিটি পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বালির দমকল কেন্দ্রের উল্টোদিকে ৫৯ জিটি রোডের আবাসনের চার তলায় বিশেষ অভিযান চালায় বালি থানা ও হাওড়া সিটি পুলিশের একটি বিশেষ দল।

গোপন সূত্রে পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পারেন ওই চার তলার ফ্ল্যাট থেকে কিছু ব্যক্তি অবৈধ কল সেন্টারের আড়ালে প্রতারণার ব্যবসা চালাচ্ছে। বিশেষ অভিযানে ওই কল সেন্টার থেকে অবৈধ প্রতারণার কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে বেলুড় গিরিশ ঘোষ রোডের বাসিন্দা বীরেন্দ্র পান্ডে (৪৪), বেলুড় গিরিশ ঘোষ রোডের বাসিন্দা শ্যামল মিত্র (৪২), উত্তরপাড়া কোন্নগরের বাসিন্দা চন্দ্র শেখর রায় (৪০) নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বিশেষ দল। ধৃতদের থেকে ১৬ টি কম্পিউটার, ১৪ টি সিপিইউ, ১ টি ল্যাপটপ, ৬ টি মোবাইল, ২৪ লক্ষ ৫ হাজার ৫০০ নগদ টাকা, ২৫ হাজার ৩০০ টাকার ক্যানডিয়ান ডলার যা এই দেশে নিষিদ্ধ ক্রিপ্ট কারেন্সির ওয়ালেট, একটি রাউটার, হেডফোন, কিবোর্ড, মাউস বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই কল সেন্টার থেকে কানাডা সহ বিভিন্ন দেশে কল করে নিজেদের মাইক্রোসফট টিম সাপোর্টের লোক বলে পরিচয় দিত। এরপর তাদের বোকা বানিয়ে সার্ভিস ফিজ আদায় করত। এদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আইনের অধীনে ৩১৮(৪)/৩১৯(২)/ ৩৩৬(৩)/ ৩৩৮/৩৪০(২)/১১১(১)/৬২(২) এবং ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

ভজনলাল কলকাতা স্টোরে আইফোন ১৬ সিরিজের উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রযুক্তি খ্যাত বিশিষ্ট লিডার ভজনলাল কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড তাদের কলকাতার ফ্ল্যাগশিপ শেক্সপিয়ার সরণি শোরুমে, সফলভাবে অ্যাপলের অত্যন্ত প্রত্যাশিত আইফোন ১৬ সিরিজের উন্মোচন করল।

মিলন মেলা গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল শপিং ফেস্টিভ্যাল ২০২৪-এও আইফোন ১৬ সিরিজ প্রদর্শন করেন ভজনলাল। কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনস (সিডব্লিউবিটিএ) দ্বারা আয়োজিত এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ডাব্লুবিআইডিসি) দ্বারা সমর্থিত এই সমান্তরাল উন্মোচন ইভেন্টটিকে ঘিরে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তোলে। আইফোন ১৬ এবং আইফোন ১৬ প্লাস আলট্রামেরিন, টিল, গোলাপি, সাদা এবং কালো রঙে পাওয়া যাবে। স্টোরেজ ক্ষমতা ১২৮জিবি থেকে ৫১২জিবি পর্যন্ত। আইফোন ১৬ এর মূল্য শুরু হয়েছে ৭৯,৯০০ টাকা থেকে এবং আইফোন ১৬ প্লাস শুরু হয়েছে ৮৯, ৯০০ টাকা থেকে।

কদর বেড়েছে সামাজিক মাধ্যমের, হাতে কলমে দুর্গা পুজোর প্রশিক্ষণের প্রতি ঝোঁক কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আধুনিক প্রযুক্তির যুগে ফেসবুক, ইউটিউবের মতো সামাজিক মাধ্যমের কদর দিনকে দিন বাড়ছে। নতুন প্রজন্ম ক্রমশ বুঁদ হয়ে পড়ছেন মোবাইলে। সামাজিক মাধ্যম ঘেঁটেই মন্ত্রপাঠ রপ্ত করে নিচ্ছেন নতুন প্রজন্ম। ফলে হাতে-কলমে দুর্গা পুজোর প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগ্রহ একধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। টানা ২৪ বছর ধরে বিনামূল্যে হাতে-কলমে দুর্গা পুজোর প্রশিক্ষণ শিবির চলছে শ্যামনগর রাহুতা পোড়াকালিতলার উত্তর প্রান্তিক সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার সমস্থান নামক একটি টোল। একটা সময় পুরোহিতদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার ভিড় উপচে পড়তো এই টোলে। কিন্তু দিনই যতই গড়িয়েছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পুরোহিতদের সংখ্যা ততই কমেছে। উল্টে দাপট বেড়েছে সামাজিক মাধ্যমের। নতুন প্রজন্ম হাতে-কলমে শিক্ষা থেকে মুখ ঘুরিয়ে ঘরে বসেই সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব ঘেঁটে মন্ত্রপাঠ রপ্ত করে নিচ্ছেন। উত্তর প্রান্তিক সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার সমস্থানের অধ্যক্ষ সোমনাথ শাস্ত্রী বলেন, নিয়ম বিধি ও সঠিক মন্ত্র উচ্চারণের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার। ফেসবুক কিংবা ইউটিউব থেকে মন্ত্র শুনে কখনই সঠিক শিক্ষা লাভ করা যায় না। তিনি আরও বলেন, যেকোনো শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন আছে। তবে ব্রাহ্মণ সমাজকে প্রশিক্ষণ নিয়েই পূজার্চ্চনা করার পরামর্শ দিলেন উক্ত টোলের অধ্যক্ষ।

পুজোর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করল রেলও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করল রেলও। প্রতি বছর বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষকে কলকাতায় প্রতিমা দর্শন করতে যান। তাই লোকাল ট্রেনগুলিতে ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। তাই সাধারণ মানুষ তথা রেলযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু উদ্যোগ নিল পূর্ব রেল। শিয়ালদা ডিভিশনে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফ থেকে। শিয়ালদায় এই বিষয়ে একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানেই বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে, যাত্রীদের সাহায্যের জন্য 'মে আই হেল্প ইউ' বুথ খোলা হবে শিয়ালদা, কলকাতা ও দমদম জংশনের মতো ব্যস্ত স্টেশনগুলিতে। থানা, হাসপাতাল, ফায়ার ব্রিগেড সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গার ফোন নম্বর বুথগুলিত রাখা থাকবে। বারাসাত, খড়দা, বালিগঞ্জ, ব্যারাকপুর, বনগাঁর মতো একাধিক জায়গায় মোতায়েন হবে আরপিএফ। ২৪টি দুর্বল লেভেল ক্রসিং চিহ্নিত করে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়ন করার কথা ভাবা হয়েছে। অতিরিক্ত ৫ টি টিকিট কাউন্টার খোলা হবে। শিয়ালদা মেইন লাইনে ৪টি ও শিয়ালদা দক্ষিণে ১টি কাউন্টার খোলা হবে। সেই কাউন্টারগুলি খোলার জন্য অতিরিক্ত বুকিং ক্লার্কও মোতায়েন করা হবে। শিয়ালদা, বিধাননগর, দমদম, নৈহাটি, বালিগঞ্জ, সোনারপুর, কলকাতা, কাঁচরাপাড়া, ব্যারাকপুর, মাঝেরহাট, কৃষ্ণনগরের মতো স্টেশনে ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড ও প্যাসেঞ্জার অ্যাড্রেস ব্যবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। সব স্টেশনে ২৪ ঘণ্টা মিলবে পানীয় জল, থাকবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র। রাজ্য প্রশাসনের পরামর্শ অনুসারে বিসর্জনের সময় সার্কুলার রেলওয়েতে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে জেনারেল কোচ বাড়ানো হবে। মহিলা, শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। বিকেল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সিনিয়র স্কাউটস, সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স এবং সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের নিয়োগ করা হবে। যাত্রীদের দিক নির্দেশ পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। শিয়ালদা, দমদম, নৈহাটি, বারাসতের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। অসুস্থ যাত্রীদের যত্ন নেওয়ার জন্য ডাক্তার এবং প্যারামেডিক্যাল স্টাফ উপস্থিত থাকবে। অন্যান্য অনেক স্টেশনেও ফার্স্ট এইড বক্স, স্বাস্থ্য ইউনিট এবং প্যারামেডিক্যাল স্টাফ থাকবে। এছাড়াও রেললাইনের ধারের প্যান্ডেলে আরপিএফ মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গ্যালপিং ট্রেনগুলি সব স্টেশনে থামবে বলে জানানো হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৫ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার

কলতানের হয়ে মামলা লড়ছেন ৪৪ জন, বিপক্ষে রাজ্যের ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাইরাল অডিও ক্লিপ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে শুধুমাত্র কলতান দাশগুপ্তের পক্ষে মামলা লড়েছেন ৪৪ জন আইনজীবী। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে সিপিএমের এই যুবনেতাকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর পুলিশ। জেল হেপাজতও হয় তাঁর। অভিযোগ ছিল, ভাইরাল অডিওতে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের ওপর হামলার ষড়যন্ত্র করতে শোনা গিয়েছে কলতান দাশগুপ্তকে। এদিকে এই অভিযোগকে ভুয়ো বলে দাবি করেছিল সিপিএম। এরই প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে মামলা করেন কলতান। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চ তাঁকে জামিন দেয়।

এই রায়ের কপিতে আইনজীবী তালিকা চোখে পড়ার মতো।

রাজ্যের তরফে যেখানে ছিলেন পাঁচজন আইনজীবী, আর কলতানের পক্ষে রয়েছেন ৪৪ জন আইনজীবী। প্রসঙ্গত, গত ১৭ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে শীর্ষ আদালতে উপস্থিত ছিলেন ২৯২ জন আইনজীবী। রাজ্যের পক্ষে আইনজীবীর সংখ্যা ৩১। সেই সংখ্যাকে পিছনে ফেলে দিলেন বাম নেতা কলতান দাশগুপ্ত।

কলতানের পক্ষে মূলত সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, শামিম আহমেদের মতো হাইকোর্টের আইনজীবীরা। আবার ইমতিয়াজ আহমেদের মতো নিম্ন আদালতের বর্ষীয়ান আইনজীবীদের নাম রয়েছে এই অর্ডার কপিতে। এরপরই প্রশ্ন ওঠে, এজলাসে শুধুমাত্র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করলেও বাকি আইনজীবীদের নাম রয়েছে কেন তা নিয়ে। এই প্রশ্নের উত্তরে আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত জানান, 'একজন ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে পুলিশি অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে আইনজীবীরা একত্রিত হয়ে এভাবেই প্রতিবাদ করেছেন।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, শীর্ষ আদালতে ওরা ৩১ দিতে পারলে, আমরা পারব না কেন? আবার বাম আইনজীবীরা এ কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন শীর্ষ আদালতে ৩১ জনের জন্য রাজ্য কোটি টাকা খরচ করছে, কিন্তু কলতানের হয়ে কোনও টাকাই নেননি তাঁরা।

বিকাশ ভট্টাচার্য ছাড়া কলতানের আইনজীবীর তালিকায় ছিলেন, শামিম আহমেদ, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ফিরদৌস শামিম, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা রায় চৌধুরী, মলয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। অন্যদিকে, রাজ্যের তরফে ছিলেন এজি কিশোর দত্ত, আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষন্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বব্রত বসু মল্লিক, দেবাংশু দিন্দা।

রাত দখলের কর্মসূচির পাঁচ আহ্বায়কের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহালায় রাত দখলের কর্মসূচির পাঁচ আহ্বায়কের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করল কলকাতা পুলিশ। ঠাকুরপুকুর থানার তরফে এই মামলা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যেককে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তবে, পুলিশি এই তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। প্রসঙ্গত, আরজি করে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর রাত দখলের কর্মসূচি ছিল বেহালা সখের বাজারে। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই কর্মসূচির আহ্বায়ক ছিলেন একদল তরুণী। তাঁদের বিরুদ্ধেই এবার পদক্ষেপ করল পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও জাতীয় সড়ক আইনের ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, ওই কর্মসূচির জেরে অবরুদ্ধ হয়েছিল বেহালা। অদূরেই স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থাকায় রোগী যাতায়াতের সমস্যা হয়। আর সেকারণেই এই পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের বলে জানানো হয়েছে লালবাজারের তরফ থেকে। তবে এটাই প্রথম নয়, এর আগে বারাসাতে এমন এক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তাঁদের জামিন মঞ্জুর হয়। এই প্রসঙ্গে আন্দোলনকারীদের দাবি, পুলিশকে জানিয়েই ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এখন ভয় দেখানোর জন্য এসব করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ১০ অগস্ট রাতে ফেসবুকে পোস্ট করে ১৪ তারিখ মেয়েদের রাত দখলের ডাক দেন প্রেসিডেন্সির স্কলার রিমঝিম সিংহ। সেই রাত দখলে মহিলা থেকে পুরুষ সকলেই যোগ দেন। প্রথমে যাদবপুর এইটবি বাস স্ট্যান্ডের সামনে জমায়েতের কথা বলা হলেও পরে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে এই কর্মসূচি পালিত হয়। শুধু রাত দখল নয়, আরজি কাণ্ডের পর প্রায় প্রত্যেকদিনই শহরজুড়ে কোনও না কোনও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। শুক্রবারও মশাল মিছিল দেখেছে শহরবাসী। এরই মধ্যে এবার ৪ সেপ্টেম্বর রাতে বেহালায় যাঁরা রাত দখলের ডাক দিয়েছিলেন, তাঁদের ডেকে পাঠাল পুলিশ। ৭ দিনের মধ্যে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বেহাল রাস্তা নিয়ে কপালে ভাঁজ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহাল রাস্তা নিয়ে চিন্তা কলকাতা পুরসভার। রাস্তা মেরামত করা হলেও নিম্নমানের সামগ্রীতে তা বেশিদিন টিকছে না। সেটাই চিন্তার মূলত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতা পুর প্রশাসনের। কলকাতা পুরসভার সূত্রে খবর, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস সংলগ্ন বিভিন্ন অংশ, কলকাতা বন্দরের আওতাধীন এলাকার বিভিন্ন রাস্তা, বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোড, উত্তর কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার অবস্থা এখনও বেহাল। যেগুলি গত সপ্তাহে জোড়াতাপ্পি দিয়ে মেরামত করা হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টি হতে না হতেই সেগুলি ধুয়ে মুছে সাফ। তাতেই উদ্বেগ এবং অস্বস্তি দুটোই বেড়েছে কলকাতা পুরসভার।

এদিকে সামনেই দুর্গাপুজো। আর এই পুজোকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুরসভায় প্রাক দুর্গাপুজো বৈঠকও হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেচ, রেল, কলকাতা বন্দর, পূর্ত দপ্তর, কেএমডিএ, কেইআইপি-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সংস্থাগুলির আধিকারিকরা। এদিনের বৈঠকে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সামনে মূলত রাস্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। রাস্তায় যেভাবে খানাখন্দের কারণে মরণফাঁদ তৈরি হয়েছে, তাতে পুজোর আগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু না করলে চাপ আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। বৃষ্টির কথা ভেবেই উচ্চমানের পিচ ব্যবহার না হলে, সমস্যা আরও প্রকট হবে বলেই মনে করছেন কলকাতা পুরসভার সড়ক বিভাগের বিশেষজ্ঞরা।

এই পরামর্শ শোনার পরই বৈঠকেই মেয়র ফিরহাদ হাকিম নির্দেশ দেন, যাদের হাতে যে পরিমাণ রাস্তা রয়েছে, তারা যেন সেই রাস্তার উপরে ঠিকভাবে তদারকি করে মেরামতির কাজ শেষ করেন। জোড়া-তাপ্পি দিয়ে মেরামত নয়, সারাই করতে হবে একেবারে গোড়া থেকেই। এদিকে আদালতের নির্দেশে ম্যাসটিক আসফল্ট ব্যবহার করতে পারে না কলকাতা পুরসভা। সে কারণে পিচের সঙ্গে প্লাস্টিক ব্যবহার করে নয়া পদ্ধতিতে বেশ কিছু রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু তা বেশ খরচ সাপেক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই শহরজুড়ে এই বিশাল পরিমাণ রাস্তা মেরামত করতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হবে পুরসভার কর্তাদের এমনটাই ধারনা প্রশাসনিক মহলের। কারণ, একদম সঠিক পন্থায় রাস্তা মেরামত করতে গেলে যে পরিমাণ খরচ করতে হবে পুরসভাকে, তা ভাঁড়ারে নেই। সে কারণেই জোড়া-তাপ্পিই শেষ সম্বল। এরই পাশাপাশি এই বৈঠক থেকে মেয়র রাস্তা নিয়ে বিশেষ সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, পুরসভা, কেএমডিএ, পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের।

রাতের শহরে ফের দুর্ঘটনা, মৃত ১, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাতের শহরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আবারও বেপরোয়া গতির জেরে হল মৃত্যু। ঘটনায় গুরুতর জখম তিনজন। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ওপরে। দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরেই ঘটে দুর্ঘটনা। লরির সামনে অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে শুধু লরি দুটিই নয়, দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আরও তিনটি গাড়ি। ঘটনার পরই পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কলকাতার দিকে যাচ্ছিল পণ্য বোঝাই একটি লরি। ডিভাইডার টপকে আচমকা ঢুকে পড়ে সেটি অন্যদিকের লেনে। তখনই কলকাতার দিক থেকে উল্টোপথে যাচ্ছিল অন্য একটি লরি। মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটো লরির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ঘাতক লরির চালকের। গুরুতর আহত হন আরও তিনজন।

এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত আরও তিনটি গাড়ি। হুগলি সেতুর উপর এই দুর্ঘটনার জেরে ১ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল হাওড়া থেকে কলকাতাগামী লেন। যান চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। কয়েকদিন আগেই মা উড়ালপুলে মুখোমুখি গাড়ির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

নারীদের সুরক্ষায় ব্যারাকপুরে চালু হল মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান 'আদ্যা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শক্তি আরাধনার অন্যতম পীঠস্থান আদ্যাপীঠ। দক্ষিণেশ্বর মা ভবতারিণী মন্দিরের অনতিদূরে দেবী আদ্যার এই পীঠস্থান। আদ্যা মায়ের অনুপ্রেরণায় নারীদের সুরক্ষায় শনিবার বিকেলে মহিলা পুলিশ কর্মীদের দ্বারা বিশেষ মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান 'আদ্যা'র শুভ সূচনা করলেন ব্যারাকপুরের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নগরপাল ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের ডিসি হেডকোয়ার্টার অতুল বিশ্বনাথন, ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস-সহ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এদিন তিনটি 'আদ্যা' পেট্রোলিং ভ্যানের পাশাপাশি পুলিশের উইনার্স টিমের ব্যবহারের জন্য ২৫ ব্যাটারি চালিত সাইকেলেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মহিলা পুলিশ চালিত মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যানের সূচনা করে নগরপাল অলোক রাজোরিয়া বলেন, আদ্যা মায়ের অনুপ্রেরণায় মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যানের নামকরণ করা হয়েছে 'আদ্যা'। নারীদের নিরাপত্তায় পুলিশ কমিশনারেট অধীনস্থ এলাকায় অলিগলিতে নজরদারি চালাবে এই 'আদ্যা ফোর্স'।

তবে পুজোর সময় বিশেষ নজরদারি চালাবে মহিলা পুলিশ কর্মী পরিচালিত এই মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান।

পুজোর আগেই নতুন ভাবে সেজে উঠছে 'গ্লোব'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরাবসীদের জন্য সুখবর। প্রাক পূজা আবহে মহানগরীতে ফিরছে কুড়ি বছর আগের নস্টালজিয়া। প্যান্ডেলের থিম নয়, বরং বাস্তবেই নতুন ভাবে সেজে ওঠা 'গ্লোব' দেখতে পাবেন শহরবাসী। এক কথায় খেলানলচে বদলে লিন্ডসে স্ট্রিটের সেই 'গ্লোব' সিনেমা দুর্গাপুজোর আগেই দুই পর্দার মাল্টিপ্লেক্স রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। সূত্রে খবর, নতুন গ্লোবে থাকছে দু'টি অডিটোরিয়াম! একটিতে আসন সংখ্যা ২৪৩ এবং অন্যটিতে ১৯৮।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ১৯২২ সালে জনসাধারণের বিনোদনের উদ্দেশ্যে গ্লোব সিনেমা হল শুরু করেন ব্রিটিশরা। একের পর এক হাউজফুল সিনেমার আঁতুড়ঘর এটিই। যেখানে 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', 'ইন্টারভিউ', 'জস', 'স্টার ওয়ারস' বা 'টাইটানিক' - এর মতো সিনেমা দেখেছেন বাঙালি দর্শক। এই সেপ্টেম্বরেই তার পুনরায় উদ্বোধন হতে চলেছে। এবার নস্টালজিয়া সঙ্গে মিশেছে আধুনিকতা। শতদীপ সাহা নামের এক ব্যক্তি ' গ্লোব ' কিনে সেটিকে নতুন করে সাজিয়েছেন। যদিও ঐতিহ্যবাহী এই সিনেমা হলের দুই পর্দার মাল্টিপ্লেক্স ঠিক কবে উদ্বোধন হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ফের নিম্নচাপের চোখ রাঙানি, দুর্যোগের আশঙ্কা বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আগেই ফের নিম্নচাপের চোখরাঙানি। যার জেরে দুর্যোগ-দুর্ভোগের আশঙ্কা বাংলায়। রবিবার থেকেই তৈরি হতে পারে ঘূর্ণাবর্ত। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে সিঁদুরে মেঘ।

বানভাসি দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টি-বিপত্তি! রবি-সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। সপ্তাহের শুরুতে নিম্নচাপের আশঙ্কা। সোমবার নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, এমনই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় বাংলায়। দিঘার উপর দিয়ে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। যার জেরে ফের আকাশ কালো করে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

এর জেরে রবিবার ২২ সেপ্টেম্বর বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায়। শনিবার মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকলেও রবিবার থেকে মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যেতে পারে। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে খুব হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। কলকাতায় রবিবার এব সোমবার বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ দু' এক পশলা হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সকালে পরিষ্কার হলেও বেলা বাড়লে আংশিক মেঘলা হবে আকাশ। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে উপরে থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় অস্বস্তি বেশি হবে।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৭১ থেকে ৯৩ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৮ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

নম্বর কারচুপির অভিযোগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: নম্বর কারচুপির অভিযোগ উঠল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগে এমনই অভিযোগ পড়ুয়াদের একাংশের। যার প্রতিবাদে শুক্রবার ঘেরাও, অনশন শুরু করেন তাঁরা। রাতের দিকে কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচারের আশ্বাস পেয়ে এরপর তাঁরা আন্দোলনে ইতি টানেন।

আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের শিক্ষকদের একাংশ পড়ুয়াদের রাজনৈতিক রং দেখে নম্বর দেন। তাঁদের অভিযোগ মূলত বাম-মনস্ক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। তিনি জানান, এই নিয়ে

৫০টির বেশি অভিযোগ করেও ফল হয়নি। এরপৎই বিভাগীয় প্রধান পার্থসারথি চক্রবর্তীর দপ্তর ঘেরাও করেন পড়ুয়ারা। পরে শুরু হয় অনশন। শেষে বিভাগীয় বোর্ড অব স্টাডিজের বৈঠক ডাকা হয়। পড়ুয়াদের তরফে রিভিউ করা এবং রিভিউয়ের সময়ে বাইরের বিশেষজ্ঞদের রাখার দাবি তোলা হয়। পড়ুয়ারা আরও দাবি করেন, অভিযুক্ত শিক্ষকদের লিখিত ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে।

বৈঠকের পরে বিভাগীয় প্রধান বলেন, 'ফাইনাল সিমেস্টারের পরীক্ষার রিভিউয়ের সময়ে বাইরের এক্সপার্ট থাকবেন। ইন্টারনাল যে সব পরীক্ষা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখা হবে। এক শিক্ষককে কারণ দর্শাতেও বলা হয়েছে।' তবে রাজনৈতিক আনুগত্য দেখে নম্বর দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

ম্যানমেড বন্যায় নষ্ট ফসল, সবজির দামে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিভিসির ছাড়া জলে হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকার চাষের জমি জলের তলায়। নষ্ট হয়েছে প্রচুর কাঁচা সবজি। ফলে খোলা বাজারে বিভিন্ন সবজির দাম ১০০-র পথে। নাভিশ্বাস উঠেছে ক্রেতাদের।

বিক্রেতাদের দাবি, সবজির জোগান কম থাকায় দু'দিনের মধ্যে সবজির দাম কেজি প্রতি ২০টাকা থেকে ৩০ টাকা করে বেড়েছে। পুজোর সময় আরও দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে বেগুনের দাম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে। পালংশাকের কেজিও ছুঁয়েছে ১০০ টাকা! করলা, ঝিঙে, চিচিঙ্গে, ঢেঁড়স এর দাম ৮০ টাকা থেকে ৯০টাকার ঘরে ঘোরাফেরা করছে।

বিক্রেতাদের দাবি, এক দিকে কয়েকদিনের অতি বৃষ্টি ও ডিভিসির

ছাড়া জলে বন্যায় চাষের জমিতে নষ্ট হয়েছে সমস্ত ফসল। তাই প্রতিদিন দাম বেড়েই চলেছে।

বেগুন আগে ছিল ৬০ টাকা কেজি, সেখান থেকে বেড়ে হয়েছে ৭০ টাকা কেজি হয়ে এখন ১০০টাকা কেজি! ঢেঁড়স আগে ছিল ৪০/৫০টাকা কেজি, এখন ৮০ টাকা। করলা আগে ছিল ৬০ টাকা, এখন হয়েছে ৮০টাকা কেজি। পটলের কেজি ৪০ টাকা থেকে বেড়ে এখন হয়েছে ৭০টাকা। ঝিঙের দরও ৪০টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬০/৭০টাকা কেজি! পালংশাক আগে ছিল ৬০ টাকা কেজি, এখন সেটাই ১০০টাকা। চিচিঙ্গের দাম ৬০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১০০ টাকা কেজি। সবজির দামের এই ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধিই চিন্তায় ফেলেছে সাধারণ মানুষকে।

শ্রমিক অসন্তোষের জেরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক অসন্তোষের জেরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিলে। অভিযোগ, শ্রমিকদের পুরাতন বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৭৭ জন শ্রমিকের কাজের জায়গা বদলানো হয়েছে। মিল কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জানাতে গেলে তাঁরা কোনও কর্ণপাত করছেন না। উল্টে শ্রমিকদের কাজ থেকে রিজাইন দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, নোটিস দিয়ে মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আগামী ২ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত মিল বন্ধ থাকবে। একদিকে কাজের বিভাগ পরিবর্তন, অপরদিকে ১৬ দিন মিল বন্ধের নোটিসে শ্রমিকদের মনে ক্ষোভ জমেছিল। শনিবার তাঁরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে সূত্রে খবর। বিভাগ বদলানোর প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার আর্জি মিল কর্তৃপক্ষ না মানায়, এদিন বেলায় শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভে সামিল হন। অভিযোগ উঠেছে, মিলের বড় সাহেব নাকি এক শ্রমিককে গালিগালাজ করেছেন। মিলের ভেতরে অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়িতে ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ভাটপাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। এদিকে মিল বাঁচাওয়ের দাবি তুলে মিল গেটে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকরা। যদিও বিকেলের দিকে মিলের পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি বিভাগে শ্রমিকরা কাজে যোগও দিয়েছেন। মিলের এহেন অবস্থা নিয়ে তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নকেই কাঠগড়ায় তুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা সমস্ত মিলেই ঠিকাদারি প্রথা চালাচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসন ও মিল মালিকদের মদতে তাঁরা স্থায়ী শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দিচ্ছেন। আর ঠিকা শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। শ্রমিক নেতার আরও অভিযোগ, এদিন মিলের ম্যানেজারকে একজন শ্রমিক কাজের বিষয়ে বলতে গিয়েছিল। কিন্তু ম্যানেজার নাকি তাঁর গায়ে হাত তুলেছেন। পাল্টা ম্যানেজারকে ধাক্কাধাক্কি করা হয়েছে। শিল্পাঞ্চলের জুটমিলগুলোর অবস্থা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, বয়স্ক শ্রমিকদের চায়না লুমে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু বয়স্ক শ্রমিকদের পক্ষে চায়না লুম চালানো সম্ভব নয়। নফরচাঁদ-সহ সব মিলেই একই অবস্থা। শ্রমিক নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, মমতা ব্যানার্জি জুটমিলগুলোকে ধ্বংস করে দিতে চাইছেন। ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে ১২ ঘণ্টা কাজ করানোর চক্রান্ত চলছে। তবে শ্রমিকদের লড়াইয়ের পাশে তাঁরা আছেন। মিলের তাঁত বিভাগের শ্রমিক গৌতম হালদার জানান, পুরনো বিভাগ থেকে শ্রমিকদের অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। তিনি ২০-২২ বছর ধরে কাজ করছেন তাঁত বিভাগে। তাঁকেও অন্য বিভাগে কাজ করতে বলা হচ্ছে। এদিন শ্রমিকদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর দাবি, শ্রমিকদের বিভাগ বদলানো যাবে না। যারা বহু বছর ধরে কাজ করছেন তাদের পুরনো বিভাগেই কাজে বহাল রাখতে হবে। এদিকে মিল কর্তৃপক্ষ নোটিসে উল্লেখ করেছে, শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেই আগামী ২ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত মিলে উৎপাদন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মিল বন্ধ রাখার কারণ হিসেবে, সরকারের তরফে চটের বস্তার অর্ডার না মেলাকেই দায়ী করেছে মালিক পক্ষ। তবে আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে মিলে পুনরায় উৎপাদন শুরু হবে বলে নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা অরুণ সাউ বলেন, চায়না তাঁত বিভাগের শ্রমিক বিকাশ সাউ গন্ডগোল পাকিয়ে ছিলেন। সমস্যা মিটে গেছে। বিকেল থেকেই মিলে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছেন।

পুজোর দিনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট রাতভর খুলে রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শারদোৎসবের কথা মাথায় রেখেই কলকাতা পুরসভা আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে কোমর বেঁধেই আসরে নামছে। শহর জুড়ে দর্শনার্থীদের ঢল নামার অপেক্ষায় সুতরাং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মানুষের সংখ্যাও লাফিয়ে বাড়তে চলেছে শারদ উৎসবের দিনগুলোতে। পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটে রাতভর খুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। এই মুহূর্তে ১৬ টি বোরো'র মধ্যেই ১৪৪ টি ওয়ার্ডে ৩৭২ টি পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট রয়েছে শহর জুড়ে। রাতের দিকে তা বন্ধ রাখা হয়। দর্শনার্থীদের কথা ভেবে ওই সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত জনসমাগমের কথা চিন্তা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য পুর কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উল্লেখ্য, এছাড়াও ওই সময়ে সমস্যা বা ভিড় এড়িয়ে চলতে ৩৫০-৪০০ বায়ো টয়লেটের ও ব্যবস্থা করতে চলেছে বলে মেয়র ফিরহাদ হাকিম টক টু মেয়র অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

চিকিৎসকদের কাজে ফেরার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলি, প্রতিবাদও চলুক

বিচার চলছে, আশা করি অপরাধীদের সঠিক বিচার হবে। চিকিৎসকরা মানবিক হয়ে কাজে ফিরেছেন। তবে প্রতিবাদও চলুক। বর্তমানে রাজনীতি যে আসলে কী, সে কথাটা শাসক বা বিরোধী দল ইচ্ছে করে গুলিয়ে দিতে চায়। যেন রাজনীতি শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর একচেটিয়া অধিকার। আর জি করের সাম্প্রতিক ধর্ষণ-খুন কাণ্ড আমাদের একটি বিরাট ঝাঁকুনি দিতে সক্ষম হয়েছে। 'গয়ংগচ্ছ' অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। তাই একে অবশ্যই 'জনজাগরণ' বলা যেতে পারে। সর্বস্তরের মানুষের এই সচেতনতাকেই প্রকৃতপক্ষে সঠিক রাজনীতি বলা যায়। রাজনীতি হওয়া উচিত ছিল সর্বজন-হিতকর নীতি। অথচ, বর্তমানে শাসক অথবা বিরোধী স্ব স্ব দলের নীতিকেই রাজনীতি বলে প্রচার করছে। এতে শাসকের লক্ষ্য থাকে যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা ধরে রাখার নীতি। আর বিরোধী দলের উদ্দেশ্য থাকে সমাজে ঘটা অনাচারের সুযোগ নিয়ে শাসকের বিরোধিতা, নিজের দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি। দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে সব শাসকই ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যে কোনও ধরনের বিরোধিতায় অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে এবং অমিত বিক্রমে তার প্রতিরোধ করে পুলিশকে দলীয় স্তরে নামিয়ে আনে। এমনটা আমরা ইতিপূর্বে বামফ্রন্ট আমলেও ঘটতে দেখেছি। এতে সরকারের দাঁত-নখ বিকট ভাবে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সরকার সর্বদা চায়, যে কোনও বিরোধিতাকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে দাগিয়ে দিতে। এতে নাগরিক আন্দোলনকে লঘু করে দেওয়া যায়। কারণ, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে শাসকের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়ে যায়। আসলে, শাসক আর বিরোধী, দু'পক্ষেরই বর্তমান কর্মপদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে গদি ধরে রাখা, অথবা গদি দখল। এই ক্ষুদ্র নীতি বৃহৎ রাজনীতিকে গ্রাস করে আমাদের দেশে দাপিয়ে বিচরণ করছে। এই জন্য শাসক দল দেশের প্রশাসনকেও তার দলের উন্নতির জন্য কাজে লাগায়। বিরোধীদের উপর চালায় দমনপীড়ন। কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের হিত সাধনের লক্ষ্যে চালিত হয়, সেটিই আসল রাজনীতি। আমাদের উচিত এই জনজাগরণের মাধ্যমে আর জি কর কাণ্ডের সঠিক ও দ্রুত বিচার প্রার্থনা। সেই সঙ্গে, ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা বর্জ্য, ওষুধ বাইরে চালান-করা সহ যে সব দুর্নীতি উন্মোচিত হয়েছে, সেই সবেরই অবিলম্বে অবসান চাই। মনে রাখা দরকার, আর জি কর একটা নমুনা মাত্র। এমন দুর্নীতি প্রায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে ঘটে চলেছে।

শব্দবাণ-৫২

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সমূহ, রাশি ২. স্বভাব ৫. বস্তু, দ্রব্য ৮. বাদ্যকার ৯. দীপের আবরণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ধন, টাকাকড়ি ৩. ভীত হওয়া ৪. দানশীল ৬. গুজরাতি নৃত্যগীতবিশেষ ৭. চিহ্ন।

সমাধান: শব্দবাণ-৫১

পাশাপাশি: ১. জনকসুতা ৪. মক্কা ৫. বহুলা ৭. সমীর ৯. দাস ১১. ইহজগৎ।

উপর-নীচ: ১. জনরব ২. কর ৩. তামরস ৬. লাগসই ৮. রণজিৎ ১০. শেজ।

জন্মদিন

আজকের দিন

পবন কুমার চামলিং

১৯৫০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পবন কুমার চামলিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কুলদীপ বিনয়ের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা উন্নি মুকুন্দনের জন্মদিন।*

চরম অনিশ্চয়তায় ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশীরা

অশোক সেনগুপ্ত

কেবল শেখ হাসিনাই নন। বাংলাদেশের অনেকে এই মুহূর্তে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। এঁদের অধিকাংশই আছেন পশ্চিমবঙ্গে। রুজি হারিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তাঁরা। প্রায় নতুন করে কীভাবে জীবন শুরু করবেন, ভাবছেন তা নিয়ে।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ত্যাগের পর থেকেই শুরু হয়ে যায় তাঁর অনুগামী এবং সমর্থকদের ওপর নানা ধরণের নির্যাতন। অনেককে কারাবন্দী করা হয়েছে। যার সর্বশেষ নিদর্শন বিশিষ্ট লেখক-বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবির। পালাবদলের সময় কেউ কেউ ছিলেন ভারতে। তাঁরা ফেরেন নি। অনেকে ইতিমধ্যে ওপার থেকে কোনওভাবে চলে এসেছেন এপারে। এখনই ওপারে ফেরার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন গত ২ সেপ্টেম্বর সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, 'সাত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা জারি হয়েছে। এঁরা যে কেউ হত্যা করেননি, তা এঁদের শত্রুরাও জানে। ঢালাওভাবে মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দিয়ে বাদীর দল প্রমাণ করছে যে তারা মিথ্যুক, সত্যের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। যাদের ছত্রছায়ায় এই অপকান্ড ঘটছে, বৃদ্ধ ইউনুস থেকে শুরু করে কচি জেনজিও ডাহা মিথ্যুক। মিথ্যুকদের হাতে দেশ এবং দেশের মানুষ নিরাপদ নয়।'

এই অবস্থায় কী করবেন ভারতে বাংলাদেশি আশ্রিতপ্রার্থীরা? সূত্রের খবর, তাঁরা কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভারত সরকারের স্থায়ী আশ্রয় পাওয়া যায় কি না তার খোঁজ করতে শুরু করেছেন। প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকারের জন্ম পূর্ববঙ্গে। কম বয়সে এপারে চলে এলেও ওপারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় একটা বন্ধন রয়েছে। নিয়মিত যেতেন ওদেশে। বিভিন্ন ধরণের স্বীকৃতি পেয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের কাছে। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'এই অবস্থায় এরকম যেসব বাংলাদেশি ভারতে আছেন, তাঁদের সরকারিভাবে আশ্রয় বা থাকার অনুমতি দেওয়া উচিত।' কিন্তু তাঁদের সপরিবারে গ্রাসাচ্ছদনের উপায়? প্রবীন শিক্ষাবিদ বলেন, 'সেটা একটা সমস্যা তো বটেই। সেটাও সরকারের ভাবা দরকার।'

এই আশ্রিতদের একজন নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (প্রেস) শাবান মামুদ। গত ১৭ আগস্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অনেক আগেই তাঁকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। একই নির্দেশ দেওয়া হয় কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেনকে। তিনি এই দায়িত্ব নেন ২০২১-এর জুন মাসে। এঁদের এই পদের কাজ ছিল ২০২৬ পর্যন্ত। আপাতত ভারতীয় ভিসার মেয়াদ রয়েছে ২০২৫ পর্যন্ত। রঞ্জনবাবু আদতে ছিলেন বাংলাদেশের একটি নামী টিভি চ্যানেলের প্রধান বার্তা সম্পাদক।

কিন্তু এভাবে কি আশ্রয় প্রার্থনা করলেই ভারত সরকার বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিতে পারে? উত্তর হল, না। তবে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে নিয়েছিল ভারত সরকার। যদিও কিছুকাল আগে তিনি চলতি মেয়াদের ভিসার মেয়াদবৃদ্ধি নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিদিন তিনি দৃঢ়ভাবে তাঁর মতামত জানিয়ে যাচ্ছেন। কখনও কটাক্ষ করে ফের পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশকে এক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। কখনও লিখেছেন, 'দেশ জুড়ে চলছে ইসলামিক ইনকুইজিশান। Dark Ages.' এই কদিন আগে লিখেছেন, 'আমার প্রিয় বাংলাদেশ দিন দিন পেছনে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দি থেকে পেছোতে পেছোতে সপ্তম শতাব্দিতে পৌঁছে গেছে। দেশটিকে বড় দূরের বলে মনে হয়। সত্যি বলতে, দেশটিকে আমি আর দেশ বলে চিনতে পারি না।' এদিক থেকে কিছুটা আশাবাদী ভারতে থাকা বাংলাদেশের দূতাবাসের আধিকারিকরা। কারণ, আফগানিস্তানে তালেবান অধিকারে চলে যাওয়ার পর ভারতে যেসব আফগান দূতাবাসকর্মী থেকে যান, তাঁরা এদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। শর্তসাপেক্ষে তা মঞ্জুর হয়। গত ৮ অগস্ট নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এর পর, রাষ্ট্রদূত-সহ সাত জন কূটনীতিককে দেশে ফিরতে বলে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তিকালীন সরকার। ঘটনাচক্রে, এই সাত জনের প্রত্যেককেই নিয়োগ করেছিল শেখ হাসিনার সরকার। সাময়িক ভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের। বাংলাদেশের এই সাত জন কূটনীতিকের মধ্যে ছিলেন আমেরিকা, রাশিয়া, সৌদি আরব, জাপান, জার্মানির মতো দেশের রাষ্ট্রদূত। তা ছাড়াও ছিলেন মলদ্বীপে নিযুক্ত হাই কমিশনার। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক এই সাত জনের প্রত্যেককে আলাদা করে নোটিস পাঠিয়ে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। এর পাশাপাশি দ্রুত তাঁদের ঢাকায় ফিরতে বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই শেখ হাসিনার ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট বাতিল করে দেয় ইউনুস সরকার। কূটনীতিকদের জন্য লাল পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্টধারীরা কিছু অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তার মধ্যে অন্যতম হল, যে কোনও সময় দেশ ছাড়ার অনুমতি। শেখ হাসিনা ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্টের জেরে কোনও ভিসা ছাড়াই ৪৫ দিন ভারতে থাকতে পারতেন। এই মেয়াদের অনেক আগেই বাতিল হয় তাঁর পাসপোর্ট। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার হাসিনার পাশাপাশি তাঁর বোন রেহানা, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং বিগত সরকারের মন্ত্রী, সাংসদ এবং বেশ কিছু আমলার লাল পাসপোর্ট বাতিল করে দেয়। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, হাসিনা সহ অন্যদের অবিলম্বে কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দিয়ে সাধারণ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে হবে। এই অবস্থায় আওয়ামী লিগের ঘনিষ্ঠরা যে যাঁর মতো বাঁচার চেষ্টা করছেন। সূত্রের খবর, শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর তাঁর ঘনিষ্ঠ, দেশের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী হাছান মামুদ দেশত্যাগের চেষ্টা করে বাধা পান। কিন্তু তার পর কোনওভাবে তিনি ইওরোপে চলে যেতে পেরেছেন। বাংলাদেশে স্বাধীনতা-বিরোধী রাজাকার-আল বদর নেতাদের বিচারের দাবিতে গণআন্দোলনে সব সময়ে প্রথম সারিতে ছিলেন শাহরিয়ার কবির। সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষার আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। খুনের মামলায় আদালতে বলেছেন, 'ইসলামের বিরুদ্ধে আমি কখনও কিছু লিখিনি'।

১৮ সেপ্টেম্বর বিচারক কবিরকে ৭ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন। আলাদা আলাদা খুনের মামলায় ময়মনসিংহে আটক 'দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং 'একাত্তর টিভি'-র সম্পাদক মোজাম্মেল বাবুকেও ওই দিন আদালতে তোলা হয়। তাঁদেরও ৭ দিন করে পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন ঢাকার একটি নিম্ন আদালতের বিচারক। বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শ্যামল দত্তও দেশত্যাগ করতে গিয়ে বাধা পেয়ে ফিরে আসেন। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন, 'আমি পেশাদার সাংবাদিক। কোনোদিন সরকারের সুবিধা নেইনি।'

এর মধ্যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে নানাভাবে সরব হয়েছে ভারত সরকার। সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা প্রকাশ্যে মানতে নারাজ মুহাম্মদ ইউনুস। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সংখ্যালঘুরা বারবার পথে নেমেছেন। গান বেঁধেছেন, 'মনে রেখো হিন্দুরাও দেশ বাঁচাতে পাশে ছিলো, দেশ দেশ দেশ বাঁচাতে রক্ত তারাও দিয়ে ছিলো! (দিচ্ছো তোমরা এই প্রতিদান)!' 'যুগলকন্যা' নাম দিয়ে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেশিয় যন্ত্রে পরিবেশিত কন্যাদের গানের ভিডিয়ো।

শেখ হাসিনা

মহম্মদ ইউনূস

শাহরিয়ার কবির

তসলিমা নাসরিন

আনন্দকথা

''মাতাল বেশি মদ খেয়ে হুঁশ রাখতে পারে না — দু-আনা খেলে কাজকর্ম চলতে পারে। ঈশ্বরের দিকে যতই এগুবে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দেবেন। ভয় নাই। গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি ক্রমে ক্রমে কর্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না। ছেলেটি হলে ওইটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

''যে-কটা কর্ম আছে, সে-কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী বাড়ির রাঁধাবাড়া আর আর কাজকর্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না — তখন ডাকাডাকি করলেও আর আসবে না।''

(ঈশ্বরলাভ ও ঈশ্বরদর্শন কি? উপায় কি?)

মণি — আজ্ঞা, ঈশ্বরলাভ-এর মানে কি? আরৈ ঈশ্বরদর্শন কাকে বলে? আর কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বৈষ্ণবরা বলে যে, ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক থাক আছে — প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি সবে পথে উঠছেন তাকে প্রবর্তক বলে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাহুল সম্পর্কে উস্কানিমূলক ও অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাহুল গান্ধিকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি! এই অভিযোগে সরব জাতীয় কংগ্রেস। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর মহিলা কংগ্রেসের তরফে রাহুল গান্ধী সম্পর্কে উস্কানিমূলক ও অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে পথ অবরোধ করা হয় বালুরঘাটে।

এদিন প্রথমে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা বালুরঘাট শহরের নারায়ণপুর এলাকার গান্ধি মূর্তির পাদদেশে জমায়েত করেন। এরপরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। এদিকে পথ অবরোধের জেরে কিছুক্ষণের জন্য আটকে পড়ে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে যান চলাচল। যদিও পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরবর্তীতে পুলিশের উপস্থিতিতে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি, শুরু হয় যান চলাচল। এদিনের এই পথ অবরোধ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সদস্য গোপাল দেব, মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া বর্মন সহ আরও অনেকে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য গোপাল দেব বলেন, 'রাহুল গান্ধিকে হত্যার চক্রান্ত করা হচ্ছে এবং তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হচ্ছে। আমরা কংগ্রেসের তরফে গোটা দেশজুড়ে এর প্রতিবাদ করছি। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এই সমস্ত কথা শুনতে পাচ্ছেন না! তিনি সম্পূর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের মতো আচরণ করছেন। যারা এই সমস্ত ঘটনার প্ররোচনা দিচ্ছেন, তাঁদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এটাই আমাদের দাবি।'

গাইঘাটার জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণশিবিরে কথা জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটার জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক, কথা বললেন ত্রাণশিবিরে গিয়ে। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ব্লকের ঝাউডাঙা, সুটিয়া রামনগর গ্রামপঞ্চায়েত সহ একাধিক গ্রামপঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জনমগ্ন। ডুবেছে বাড়িঘর সহ চাষের জমি। বহু মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

শনিবার গাইঘাটা রামনগর গ্রামপঞ্চায়েতের বিলচাতুরীয়া বন্যা দুর্গতদের আশ্রয়স্থলে যান উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী। কথা বলেন ত্রাণশিবিরের আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাসুদেব ঘোষ। তিনি জেলাশাসকের কাছে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি ইছামতি নদী সংস্কারের কথা বলেন। তিনি বলেন, তেতুলিয়া ব্রিজের কাছে যদি ইছামতি নদীর মুখ পরিষ্কার করা যায় তা হলে এক সপ্তাহের মধ্যে এলাকার জমা জল নেমে যাবে। উপকৃত হবে সাধারণ মানুষ ও চাষিরা। পরবর্তীতে বেড়ি গোপালপুর এলাকায় ইছামতি নদী পরিদর্শন করেন জেলাশাসক। সাধারণ মানুষের দাবি, ইছামতি নদী সংস্কার না হওয়ার ফলে প্রতিবছর তাদের জলে ডুবতে হয়। এলাকায় নিকাশিনালার ব্যবস্থা নেই।

মালদার সোনার দোকানগুলিতে অপরাধ ঠেকাতে অ্যালার্ম ডিভাইস ডেমো সুপারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুজোর মুখে মালদা শহরের সোনার দোকানগুলিতে যে কোনও ধরনের অপরাধ ঠেকাতে অ্যালার্ম ডিভাইস যন্ত্রের ডেমোর পরীক্ষা করে ব্যবসায়ীদের দেখালেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। পাশাপাশি শনিবার দুপুরে মালদা শহরের বিভিন্ন সোনার দোকান এবং শোরুমগুলিতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ সুপার সহ জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা।

জেলা পুলিশের উদ্যোগে মূলত তৈরি করা হয়েছে এই অ্যালার্ম ডিভাইস। যেটি সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার থানা থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হবে। মূল যন্ত্রটি থাকবে বিভিন্ন সোনার দোকানে। কোনও রকম অপরাধ সংগঠিত হলেই সোনার দোকানীরা সুইচ টিপে সরাসরি এই অ্যালার্ম ডিভাইসের মাধ্যমে নিজেদের বিপদের কথা ইংরেজবাজার থানায় জানাতে পারবেন। এব্যাপারেই এদিন মালদার পুলিশ সুপার এই অ্যালার্ম ডিভাইসের প্রাথমিক একটি ডেমোর প্রস্তুতি পর্ব স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দেখান। জেলা পুলিশের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মালদা জেলার স্বর্ণ শিল্প ব্যবসায়ী সমিতি।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত ইংরেজবাজার শহরেই একশোরও বেশি সোনার দোকান ও নামিদামী সংস্থার শোরুম রয়েছে। পুজোর মরশুমে এইসব দোকানে প্রচণ্ড ক্রেতাদের চাপ থাকে। সেক্ষেত্রে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে ইতিমধ্যে বিনয় সরকার রোড, কে.জে.স্যানাল রোড, রবীন্দ্র এভিনিউ, রথবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা জোরদার করতে উন্নত মানের বেশ কিছু ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশের মাধ্যমে নিরাপত্তার বিষয় নিয়েও বেশ কয়েকবার বৈঠক করা হয়েছে। সেখানে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বেশ কিছু ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতিগত সিস্টেম দেখানো হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসের ডেমো স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে তুলে ধরা হয়। এরপরই এলার্ম ডিভাইসের উন্নত মানের একটি টেকনোলজির পদ্ধতি বিষয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ নিজেদের দোকানে বসানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে।

জেলা পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই অ্যালার্ম ডিভাইস যেসব স্বর্ণকারের শোরুম বা দোকানে বসবে, সেটির পৃথক ৩-৪ জায়গায় সুইস থাকবে। দোকানে আচমকা কোনরকম অপরাধমূলক কাজ হলে, সেই বোতাম টিপে সহজেই নিকটবর্তী ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে জানানো সম্ভব হবে। অ্যালার্মটি সরাসরি ইংরেজবাজার থানায় থানায় বাজবে। এবং সেখানেই বসানো ডিসপ্লে বোর্ডে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানের নাম ও ঠিকানা উঠে আসবে। তবে যদি স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা মনে করেন তা হলে নিজেদের দোকানের বাইরেও অ্যালামের সাউন্ড সিস্টেম বসাতে পারেন।

এদিন বিনয় সরকার রোডের বেশ কিছু স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অ্যালার্ম ডিভাইস নিয়ে কথা বলার পর পরে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, অনেকদিন আগে থেকেই ব্যবসায়ীদের সংগঠন মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সহযোগিতা নিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের জন্য বেশ কিছু ডিভাইস দেখানো হয়েছিল। অবশেষে একটি আধুনিক অ্যালার্ম ডিভাইস ব্যবসায়ীদের অনেকেই পছন্দ করেছেন। ইতিমধ্যে ৪০ জন স্বর্ণ ব্যবসায়ী সেই ডিভাইস নিজেদের দোকান ও শোরুমে বসানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে এই অ্যালার্ম ডিভাইসের টেকনোলজি সিস্টেমটি ব্যবসায়ীদের দেখানো হবে এবং ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কিন্তু স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সেটি নিজেদের থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। কারণ এই অ্যালার্ম ডিভাইসগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম আছে। বেশ কিছু সেন্সরও আছে। ব্যবসায়ীরা কোন ধরনের সেন্সর অথবা কোন ধরনের সিস্টেমকে বেছে নিতে ইচ্ছুক, সেটা তারা বেছে নিয়ে এই অ্যালার্ম ডিভাইস মেশিন নিজেদের দোকানে বসিয়ে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে জেলা পুলিশ সহযোগিতা করবে। তারই এদিন একটি ডেমো স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দেখানো হয়েছে। অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা এই ধরনের অ্যালার্ম ডিভাইস নিজেদের শোরুম ও দোকানে বসাতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন।

৭২ ঘণ্টা পর উদ্ধার তলিয়ে যাওয়া যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বের: গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বরের ছত্রিশ গন্ডা গ্রামের পার্শ্ববর্তী ভবানীগঞ্জ গ্রামে ফুটবল খেলার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন প্রসেনজিৎ বাদ্যকর ও তাঁর চার বন্ধু। পার হওয়ার সময় অজয় নদের জলে তলিয়ে যান দুই যুবক, তাদের মধ্যে একজন কোনও রকমে স্থানীয়দের তৎপরতায় বেঁচে ফিরলেও, বছর কুড়ির পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত ৩৬ গন্ডা গ্রামের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ জলে তলিয়ে যান।

প্রায় ২৮ থেকে ৩০ ঘণ্টা প্রশাসন এবং উদ্ধারকারী দল তল্লাশি চালালেও উদ্ধার করা যায়নি প্রসেনজিৎকে। অবশেষে শনিবার পাণ্ডবেশ্বরের কেন্দ্রা অঞ্চলের ছাতা ধাওরার কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা স্নান করতে যাওয়ার সময় দেখেন যে ছাতা ধাওরা পাম্পহাউস ঘাটের সামনে একটা দেহ ভাসছে। তারপরই তাঁরা খবর দেন পাণ্ডবেশ্বর থানায়, পাশাপাশি খবর পাওয়া মাত্র কাতারে কাতারে নদের তীরে ভিড় জমান প্রসেনজিতের পরিবার ও গ্রামের লোকজন। পুলিশ প্রসেনজিতের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ফুটবল প্রতিযোগিতা: আধুনিক সময়ে মোবাইল ইন্টারনেটের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে খেলাধুলো। বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত ইন্টারনেট আর মোবাইলে তাই এবারে যুবসমাজকে শরীরচর্চা ও মাঠমুখী করার উদ্যোগ নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করল জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। শনিবার বিকেলে পুরাতন মালদা ব্লক যুব তৃণমূল নেতৃত্বের পরিচালনায় সাহাপুর হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো এক ফুটবল প্রতিযোগিতা। মোট ১৬ টি দল অংশ নিয়েছে খেলায়।

৪ কিমি সাঁতরে মহিলাকে বাঁচিয়ে হিরো ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: শনিবার সকালে দামাল দামোদরের সঙ্গে লড়াই করে এক মহিলার জীবন বাঁচালেন দুই যুবক। রাকেশ সামন্ত, বাড়ি হুগলির আকনায় ও সৌমেন মালিক, বাড়ি উদয়নারায়ণপুরের চক ঠাকুরানি। নদীর এপার ওপার। জানা গিয়েছে, আকনার এক মাঝবয়সী মহিলা নদীতে স্নান করার সময় তীব্র স্রোতে ভেসে যান। প্রথমে বিষয়টি দেখতে পান রাকেশ। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন উদ্ধারে। ততক্ষণে ফোনে এক প্রত্যক্ষদর্শী খবর দেন সৌমেনকে তিনিও দেখতে পেয়ে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন।

মহিলার দু'টি হাত দু'জনে ধরে এক হাতে জল টেনে সাঁতরে দীর্ঘ চার কিলোমিটার দূরে জয়নগরের নয়াচকের কাছে থই পান। পরে এলাকার লোকজন তিনজনকে উদ্ধার করে শুশ্রূষা করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ চার কিলোমিটার সাঁতার কাটার ফলে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওই মহিলা উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছেন এবং সুস্থ আছেন বলে জানা গিয়েছে। বন্যার সময়ে এই নজির বিরল বলে জানিয়েছেন উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা।

বন্যার জেরে চরম আর্থিক সংকটে আরামবাগের প্রতিমা শিল্পীরা

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

ভয়াভয় বন্যার জেরে আরামবাগের প্রতিমা শিল্পীরা চরম আর্থিক সংকটে। বৃষ্টি কমেছে কিন্তু ভয়াবহ বন্যার কবলে আরামবাগ মহকুমার বিস্তৃর্ণ এলাকা। বাড়িঘর দোকানপাট সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বন্যার করাল গ্রাসে। এই করাল গ্রাস থেকে রেহাই পাননি প্রতিমা শিল্পীরা। তাঁদের বাড়িঘরের পাশাপাশি মাটির তৈরি দুর্গা প্রতিমা সব বন্যার জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে তাঁরা।

তাছাড়া হাতে গোনা কয়েক দিন পরেই দুর্গাপুজো। কী ভাবে সেই পুজোয় ঠাকুর মণ্ডপে মণ্ডপে পৌঁছবে সেই বিষয়ে চিন্তায় অস্থির তাঁরা। নতুন করে ঠাকুর গড়া থেকে শুরু করে ঠাকুর শুকিয়ে রঙ করে তৈরি করতে একদিকে যেমন সময় লাগবে, তেমনই খরচও হবে দ্বিগুন। সেই ব্যয়ভার যদি পুজো কমিটিগুলি না দেয় তা হলে ব্যাপক আর্থিক সংকটে পড়বেন প্রতিমা শিল্পীরা। কারণ ঠাকুর তৈরি করার আগে পুজো কমিটিগুলি প্রতিমা শিল্পীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি চুক্তিপত্র করে নেয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দুর্গা ঠাকুর নতুন করে গড়তে গেলে খরচ বাড়বে। এই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে আরামবাগ মহকুমার প্রতিমা শিল্পীদের। আরামবাগ মহকুমার বেশ কয়েকটি এলাকায় মানুষ প্রতিমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত। ২০২৪ সালে হঠাৎ দ্বারকেশ্বর নদ, মুন্ডেশ্বরী, রূপনারায়ণ, দামোদর নদের বাঁধ ভেঙে জলের তলায় চলে যায় বহু এলাকা। দুর্গা প্রতিমা থেকে লদী ও কালি ঠাকুরের প্রতিমা সব বন্যার জলে নষ্ট হয়ে যায়।পাশাপাশি এই সব শিল্পীদের বাড়িতে ও গোডাউনে এক কোমর করে জল জমে যায়। বাড়ির চারিদিক দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদের জল হু হু করে বইতে থাকে।

কান্না ভেজা চোখে প্রতিমা শিল্পীদের দাবি, 'এত বড় বন্যা কখনও হয়নি। সব ধ্বংস করে দিল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই পুজোর সময় তারা কী করবে, ভেবে পাচ্ছেন না তাঁরা। এই বিষয়ে প্রতীমা শিল্পী দুলাল রায় জানান, দশ থেকে বারোটি দুর্গা ঠাকুর আমি একাই তৈরি করেছিলাম।সব বন্যার জলে নষ্ট হয়ে গেছে। এক বুক জল হয়ে গিয়েছিল। পুজো আর কয়েক দিন বাকি। চেষ্টা করছি কয়েকটি নতুন করে তৈরি করার। এই রকম বন্যা আমরা আগে দেখিনি।'

অপরদিকে এক মহিলা প্রতিমা শিল্পী বলেন, 'বান আসছে বলে শুনতে পেলাম। চোখের নিমিষে এক কোমর জল বাড়িতে। সব ঠাকুর জলের তলায়। নষ্ট হয়ে গেলো সব।কোথায় ঠাকুর রাখবো। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণে প্রশাসন যদি কিছু সাহায্য করে তা হলে আমরা বাঁচতে পারব।'

ই-নিলাম
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে বিক্রয়
গৌরী আয়রণ অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস - ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা ডব্লিউবি৭০০০৬৯, ভারত
(CIN : U27101WB2002PTC094371)
লিকুইডেটর : শ্রী উত্তম টেকরিওয়াল
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৫.১০.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত
(প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা কর্তৃক উল্লেখ্য অর্ডার ২৪ নভেম্বর, ২০২২ অনুযায়ী **গৌরি আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**- লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ বিক্রির জন্য নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ বিজ্ঞপ্তি। লিকুইটেডর কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://eauctions.co.in মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

সম্পদ	সংরক্ষিত মূল্য	প্রাথমিক ইএমডি পরিমাণ	বর্ধিতকরণ মূল্য
ব্রক এ (চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয়)			
কর্পোরেট ডেটর-চালু সংস্থা হিসেবে আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২এ অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট সম্পদ ব্যতীত যা ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে ব্লক এ এর জন্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল সম্পদ ।	৭,৫০,০০০ টাকা	৭৫,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা
ব্লক বি			
অ-চলতি বিনিয়োগ	১,৫০,০০০ টাকা	১৫,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা
ব্লক সি			
ঋণ এবং অগ্রিম এবং লেনদেনে আদায়যোগ্য	৬,৫০,০০০ টাকা	৬৫,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা

ই-নিলামের শর্তাবলী নিম্নোক্ত মতে :
১. **বায়না জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ২৩.১০.২০২৪ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।**
২. **যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪.১০.২০২৪ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।**
৩. নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স লিংকস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর মাধ্যমে ই-নিলাম **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** পরিচালিত হবে।
৪. ২১.০৯.২০২৪ তারিখের ই-নিলাম প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া সম্বলিত সম্পদের বিশদ বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র এবং আন্ডারটেকিং ফর্ম, অনলাইন নিলাম বিক্রির নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট https://eauctions.co.in এবং লিকুইডেটরের ইমেল liquidation.gouriiron@gmail.com মাধ্যমে পাওয়া যাবে। ই-অকশন প্রসেস মেমোরেন্ডাম হল নিলামের মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত সম্পদ বিক্রির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি সমস্ত আইনি ও বাণিজ্যিক শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত দলিল।
৫. যদি ব্লক এ সফলভাবে নিলাম সম্পাদিত হয়, তাহলে ব্লক বি এবং/বা ব্লক সি এর জন্য করা বিড বাতিল হবে।
৬. ই-নিলামের বিবরণের জন্য, যোগাযোগ করুন :
+৯১-৯৮৩১৯১৩৫৬৯ শ্রী উত্তম টেকরিওয়াল ই-মেইলে **liquidation.gouriiron@gmail.com**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১/০৯/২০২৪

স্বা/-
উত্তম টেকরিওয়াল
গৌরী আয়রণ অ্যান্ড স্টিল প্রা. লি.-এর লিকুইডেটর

Bally Co-operative Bank Limited
Head Office: 396, Grand Trunk Road, Bally, Howrah-711201
(Regd. No.08; Date 03.10.1925) , ESTD.:1925
R.B.I. Licence No. UBDW.B. 01/2001-2002,
PHONE :2654-2108, FAX: 91-033-2654-3296 Email: ballybank3296@gmail.com

Memo No. :BCB/2024-25/387 Date: 20.09.2024

[প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৪ (Delegates Election-2024)]
:: মৃত সদস্য/সদস্যাদের তালিকা প্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ::

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের রেগুলেশন-২০১২ এবং সমবায় নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন আধিকারিক, হাওড়া রেঞ্জ তথা সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, হাওড়া রেঞ্জ-এর আদেশ নং- ১১০৯ তারিখ-০৫.০৯.২০২৪ এবং সংশোধনী আদেশ নং- ১১৩০, তারিখ- ০৯.০৯.২০২৪, দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত শ্রী শচীন্দ্রনাথ বালা এবং মহম্মদ আনিস, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিকদ্বয় তথা সহকারী নির্বাচন আধিকারিকদ্বয়, দ্বারা বালি কো- অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড- এর আসন্ন বিশেষ সাধারণ সভার জন্য প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হতে চলেছে ।

এই উপলক্ষে, আমি, শ্রী সমীর কুমার ভুক্তা, বিশেষ আধিকারিক (Special Officer), বালি কো- অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, উক্ত সমবায় ব্যাংকের সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে, প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক মৃত সদস্য/সদস্যাদের তালিকা আজ ইংরাজী ২০.০৯.২০২৪ তারিখ, (শুক্রবার) সকাল ১১.৩০ টার সময়ে প্রকাশ করছি, যা এই বিজ্ঞপ্তি সহ ব্যাঙ্কের প্রধান এবং ঘোষপাড়া শাখা অফিস-এর নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত থাকবে। সেই সঙ্গে কেবল মাত্র বিজ্ঞপ্তিটি "একদিন (EKDIN)" দৈনিক সংবাদপত্র-এ ২২.০৯.২০২৪ (রবিবার) তারিখে বিজ্ঞাপিত করা হবে।

উক্ত নির্বাচনক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক মৃত সদস্য/সদস্যাদের তালিকা সংক্রান্ত কোনো সংযোজন/সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয় সদস্য/সদস্যাদের কোনো বক্তব্য/দাবি থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির **২৪.০৯.২০২৪ (মঙ্গলবার)** তারিখ থেকে **২১.১০.২০২৪ (সোমবার)** তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রধান অফিসে যে কোন কাজের দিন (ছুটির দিন, রবিবার ব্যতীত) সকাল ১১.০০ টা থেকে এবং বিকেল ৪.০০ টা এর মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির **২২.১০. ২০২৪** এবং **২৩.১০.২০২৪ (যথাক্রমে মঙ্গলবার এবং বুধবার)** তারিখ **বেলা ১১.৩০ থেকে দুপুর ৩.০০** টা এর মধ্যে বিশেষ আধিকারিক (Special Officer) দ্বারা ব্যাঙ্কের প্রধান অফিস-গৃহে (396 GT Road, Bally, Howrah-711201) শুনানি হবে। আবেদনকারীকে ঐ দিন শুনানির সময় তাহার বক্তব্যের স্বপক্ষে লিখিত / মুদ্রিত প্রমানাদি সহ ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

তাং- ২০.০৯.২০২৪

স্বা/-সমীর কুমার ভুক্তা
বিশেষ আধিকারিক
বালি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

Ref No. : ZO/Kol South/REC/2023-24/130 তারিখ - ০৯.০৯.২০২৪

দাবি নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

হইতে
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জেডও কলকাতা দক্ষিণ

প্রতি
১. **মেসার্স লক্ষ্মী নারায়ণ ভান্ডার (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ডল। ঠিকানা** - গ্রাম রত্নেশ্বর, পো. সুলতানপুর, থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩২
আরও ঠিকানা - গ্রাম মানিকা, পো. সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩২
২. **শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ডল (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা)**
ঠিকানাঃ গ্রাম মানিকা, পো. সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩২
৩. **শ্রী প্রদীপ মন্ডল (বন্ধকদাতা), ঠিকানা** গ্রাম মানিকা, পো. সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩২
৪. **শ্রী সুব্রত মন্ডল (বন্ধকদাতা) ঠিকানা** গ্রাম মানিকা, পো. সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩২
৫. **শ্রী সুজন মন্ডল (বন্ধকদাতা),** গ্রাম মানিকা, পো. সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩২
৬. **শ্রী দেবব্রত মন্ডল (বন্ধকদাতা),** গ্রাম মানিকা, পো. সুলতানপুর, থানা - কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩২

বিষয় - আপনার লোন অ্যাকাউন্ট/গুলি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক দালানঘাটা শাখা (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)
মহাশয়,
আপনার মধ্যে প্রথমটি হল একজন ব্যক্তি/স্বত্বাধিকারী সংস্থা/অংশীদারী ফার্ম/কোম্পানী। আপনার মধ্যে ২য় ব্যক্তি ফার্মের মালিক। আপনার মধ্যে ২য় থেকে ৬ষ্ঠ তম হল বন্ধকদাতা(গণ) যারা তাদের যৌথ সম্পদগুলিকে আপনার প্রথম জনের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টে জামিন হিসাবে প্রদান করেছে।
প্রথমটির অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনি প্রথমেই তা গ্রহণ করেছিলেন-

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা আইএনআর
ওসিসি-ট্রেডওয়েল-এমএসই-রেপো	৮০৩০৪৭

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
১. ওসিসি-ট্রেডওয়েল-এমএসই-রেপো (A/C 21466664411)	আবেদন, অনুমোদন পত্র, অনুমোদন পত্রের স্বীকৃতি, ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঘোষণা-বন্ধকদাতার এফিডেভিট, স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদাতা কর্তৃক ইত্যাদি দাখিলকৃত

উল্লিখিত ঋণের পরিশোধটি আপনার শিডিউল নং ২ থেকে ৫-এর অন্তর্গত এখানে তফসিলে দেওয়া বন্ধক/দায়বদ্ধ সম্পত্তি(গুলি)।
আপনাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি করেছেন। লোন অ্যাকাউন্টটি **৩১.০৩.২০০৭** থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
০৮.০৯..২০২৪ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ হল **৪৩,৫৩,৩৬৮.৪৯ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ তিপান্ন হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা)**, নীচের সারণী অনুসারে এবং উল্লিখিত পরিমাণে আরও সুদ এবং অন্যান্য **০৯.০৯.২০২৪** থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আইনি/অন্যান্য চার্জ সহ।

অ্যাকাউন্ট নাম্বার	বুক বকেয়া	এমওআই	মোট
21466664411	৮,০৭,৬০৩.০০ টাকা	৩৩,৪৫,৭৬৫.৪৯ টাকা	৪৩,৫৩,৩৬৮.৪৯ টাকা

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী /জামিন দিয়েছেন।
অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে **৪৩,৫৩,৩৬৮.৪৯ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ তিপান্ন হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা)** এই তারিখ থেকে ১৩(২) ধারার অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনারা দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী।
অনুগ্রহ করে অবগত হন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) এর বিধান অনুযায়ী বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিলে দেওয়া হয়েছে) ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা যাবে না। উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে জানানো হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালত এর ডিআরটি/আরও সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাত না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেইসি আইনের ১৩(৮) ধারার বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার উদ্ধার করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

তপশিল
জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্তমতে :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন সম্পত্তি অবস্থিত গ্রাম মনিকা, জেএল নং ২, তৌজিনং ১৩৩, দাগ নং ৬১২, খতিয়ান নং ৩৫, পো: সুলতানপুর, থানা : কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩২, এরিয়া ৩৩.৫ ডেসিমেল (কমবেশি) ডব্লু বি দলিল অনুযায়ী নং ১-৫১১৯ তারিখ ২৮.১১.২০২০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে : শ্রী সোনা পাঁজার ভবন, পূর্বে : কামিনী বাবুর খালি জমি, পশ্চিমে : শ্রীকান্ত হরি এর খালি জমি।
দায়বদ্ধ সম্পদ : দায়বদ্ধ মজুত, কাঁচামাল/ডব্লুআইপি/ কেমিক্যাল পণ্য, কেমিক্যাল এবং ডিটারজেন্ট ইত্যাদি তৈরির জন্য মজুত করা হয়েছে সময়ে সময়ে।
*****অনুগ্রহ করে অবগত হোন অন্যান্য সকল দাবি নোটিশ এই দাবি নোটিশ এর পূর্বে সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত প্রত্যাহৃত এবং বাতিল হল। ০৯.০৯.২০২৪ তারিখে নতুন করে নোটিশ জারির পরবর্তীতে ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা ব্যাঙ্ক কর্তৃক পূর্বের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ/নোটিশ স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হল।**

তারিখ : ২২.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আরামবাগের বানভাসি মানুষের পাশে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী আরামবাগ মহকুমার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।তবে তিনি বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ত্রান সামগ্রী তুলে দেন বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য। এই মহকুমার পুরশুড়া ব্লকের বিডিও অফিস সংলগ্ন স্থানে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী ত্রান দেন।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যান মেড বন্যার অভিযোগ উড়িয়ে দেন তিনি। শাসকদলকে তুলোধুনো করলেন তিনি।

বিরোধী দল নেতা বলেন, 'এখানে সরকার নেই। সরকার মারা গিয়েছে। পানীয় জলের পাউচ পর্যন্ত নেই। আমরা সাধ্যমতো ত্রাণ দিচ্ছি। যারা মারা গিয়েছে তাদের দলের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে। কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা পাবে।' উল্লেখ্য, আর কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি। মুন্ডেশ্বরী ও দামোদরের জল একটু হলেও কমেছে। কিন্তু জল যন্ত্রণা কমেনি এখনও। সবচেয়ে করুণ ও ভয়ংকর অবস্থা খানাকুলের। এখানকার মাড়োখানা, হানুয়া, ঢিলডাঙা, রাজহাটি, বন্দর, নন্দনপুর, জগৎপুর, কাকনান, কুশালি সহ বিস্তির্ণ এলাকা এখনও ভয়ংকর ভাবেই জলমগ্ন। কোথাও ১৭ ফুট, আবার কোথাও ১৫ ফুট আবার কোথাও ১২ ফুটের মতো জল আছে।

নন্দনপুরের কাছে আরামবাগ-খানাকুল -গড়ের ঘাট রুটের বাস বন্ধ।এর পর থেকে আর যাওয়াই যাচ্ছে না। এলাকার বাসিন্দারাও বেরতে পারেননি। বন্যায় ঘরদুয়ার ডুবেছে। অথচ কোনও সাহায্য সহযোগিতা পাননি বলে দাবি। না খেয়ে রয়েছেন। ত্রাণ নেই। জল নেই। ত্রিপল নেই। আর এর জেরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন খানাকুলের গোপালনগরের বহু বানভাসি মানুষ। তাঁরা আরামবাগ খানাকুল প্রধান সড়কে শুয়ে পড়ে পথ অবরোধ করেন। আর তাতে পুলিশের জল গাড়িও আটকে যায়। অন্যান্য যানবাহনও আটকে যায়। ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁরা পথে বসে পড়েন। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপক চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন তাঁরা।

সমবায় সমিতির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সমবায় সমিতির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ম্যানেজার সহ কর্মীদের তালাবন্ধ করে বিক্ষোভ স্থানীয় কৃষকদের, তিন ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ।

সমবায় সমিতির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ম্যানেজার সহ সমিতির কর্মীদের অফিসের মধ্যেই প্রায় ৩ ঘণ্টা তালাবন্ধ করে রাখলেন স্থানীয় কৃষকরা। একই সঙ্গে সমবায় সমিতি লাগোয়া রাস্তা ৩ ঘণ্টা ধরে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। প্রথমে পুলিশ অবরোধস্থলে গিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে বিডিও অবরোধস্থলে গিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের চোরকোলা রামডিহা আশ্বিনকোটা গ্রামসভা সমবায় সমিতির। অভিযুক্ত ম্যানেজার পালটা বিক্ষোভকারীদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের চোরকোলা রামডিহা আশ্বিনকোটা গ্রামসভা সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে এর আগেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি ফের একবার সেই অভিযোগ ওঠে। সরকার নির্ধারিত হারে কৃষকদের ছাড় না দেওয়া, ভর্তুকিযুক্ত রাসায়নিক সার কৃষকদের না দিয়ে কালোবাজারে বিক্রি করা, সমবায় সমিতির নিজস্ব কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের ব্যবহারের সুযোগ না দেওয়া এবং সর্বোপরি বিগত মরসুমে দেওয়া ঋণের তুলনায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কৃষকদের কম ঋণ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ওই সমবায় সমিতির ম্যানেজার শুভেন্দু দত্তর বিরুদ্ধে। এই দুর্নীতি ও বেনিয়মের অভিযোগ তুলে স্থানীয় কৃষকদের একাংশ আজ সমবায় সমিতির দফতরে হাজির হয়ে শুভেন্দু দত্ত সহ সমবায় সমিতির কর্মী ও আধিকারিকদের দফতরের মধ্যেই প্রায় ৩ ঘন্টা তালাবন্দি করে রাখেন। পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবিতে পার্শ্ববর্তী জয়রামবাটি বাঁকাদহ রাজ্য সড়কও অবরোধ করে রাখেন তাঁরা।

খবর পেয়ে এদিন কোতুলপুর থানার পুলিশ অবরোধস্থলে পৌঁছে তদন্তের আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু অবরোধকারীরা নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় শেষ পর্যন্ত কোতুলপুরের বিডিও ছুটে যান অবরোধস্থলে। অবশেষে বিডিও তদন্তের আশ্বাস দিলে অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। অবরোধকারীদের দাবি, এলাকার কৃষকদের জন্য থাকা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা কৃষকদের না দিয়ে ম্যানেজার শুভেন্দু দত্ত তা আত্মসাৎ করছেন। কৃষকদের ঋণের পরিমাণও ইচ্ছেমতো তিনি কমিয়ে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে ওই ম্যানেজারের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

এই দাবির পালটা আন্দোলনকারীদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন ওই সমবায় সমিতির অভিযুক্ত ম্যানেজার। তাঁর দাবি তাঁর হাত ধরেই শূন্য থেকে শুরু করা ওই সমবায় সমিতিতে আজ ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি। কেউ দুর্নীতি প্রমাণ করে দিতে পারলে তিনি নিজে থেকেই পদত্যাগ করে দেবেন। ঋণের পরিমাণ কমে যাওয়া প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য সরকারি নিয়ম মেনেই তা করা হয়েছে।

এশিয়া স্পেসিফিক যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক দু'জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এশিয়া স্পেসিফিক যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক লাভ করল পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার দু'জন প্রতিযোগী। কালনার বারুইপাড়ার বাসিন্দা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী কেয়া দাস শনিবার কালনা স্টেশনে নামতেই তার সংস্থা ও এলাকার বাসিন্দারা তাকে নিয়ে কালনা শহর জুড়ে শোভাযাত্রা করার পাশাপাশি, তাকে সংবর্ধনা দেয় তারা। জানা গিয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে ১৭ ই সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের পাটায়া শহরে আয়োজিত হয়েছিল এই চ্যাম্পিয়নশিপ। আর সেখানে তিনটি বিভাগে তিনটিতেই স্বর্ণপদক লাভ করেন পঞ্চম শ্রেণীর ওই ছাত্রী। রিদিমিক যোগা ও আর্টিস্টিক যোগা দুটিতেই স্বর্ণপদক লাভ করে সে। পরবর্তী সময়ে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক পায় কেয়া।

এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিচারক প্রদ্যুৎ সিংহ রায় জানিয়েছেন, আগামী দিনে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে কেয়া। অন্যদিকে একই জায়গায় ৫১ থেকে ৫৫ বছর বয়সী মহিলাদের ট্রেডিশনাল যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৫১ বছর বয়সী শিক্ষিকা পূর্ণিমা সমাদ্দার।তিনিও স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাকে জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তরফে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি জানিয়েছেন,এরপরে ওয়ার্ল্ডকাপ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে তার অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা রয়েছে।

সার্ভিস রোড মেরামত-জল নিষ্কাশনের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে জমে থাকা জল নিষ্কাশন ও সার্ভিস রোড মেরামতের দাবিতে ফের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কাঁকসার রাজবাঁধের স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন স্থানীয়দের বিক্ষোভে সামিল হয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরাও।

শনিবার সকালে কাঁকসার রাজবাঁধ চটির কাছে জাতীয় সড়কের বর্ধমানগামী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কাঁকসার রাজবাঁধের কাছে জাতীয় সড়কের আন্ডারপাশের কলকাতাগামী সার্ভিস রোডের অবস্থা বেহাল। তার সঙ্গে ওই জায়গায় বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হওয়ার ফলে নিত্যদিন ওই রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অটো টোটো ছোট চারচাকা গাড়ি সহ সাইকেল ও বাইক আরোহীরা। রাস্তার অবস্থা এতটাই বেহাল যে ওই রাস্তা দিয়ে যানবাহন নিয়ে চলা মানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলা।

এর আগেও তিনবার তারা সার্ভিস রোড মেরামতের ও সার্ভিস রোডের ওপর জমে থাকা জল নিষ্কাশনের দাবি নিয়ে রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। সেই সময় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তাদের দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কোনও রকম পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে ফের তারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

তৃণমূল নেতা রাজেশ কোনারের অভিযোগ, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার রাজবাঁধবাসীর এই সমস্যা নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন মেরামতের কাজ শুরু করার জন্য। কিন্তু মন্ত্রীর আবেদনেও কোনোরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও রকম পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য নিত্যদিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে। তাই যতক্ষণ না জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এলাকাবাসীর সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে বলে তাঁরা জানান।

অন্যদিকে জাতীয় সড়ক অবরোধের জেরে দুর্গাপুর থেকে বর্ধমানগামী রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও জাতীয় সড়কের আধিকারিকরা পৌঁছে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠিয়ে নেন বিক্ষোভকারীরা।

পুজো উদ্যোক্তাদের চেক প্রদান জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলার পুজো কমিটিগুলির হাতে ৮৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় শনিবার। বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালছায়া ভবনে এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সুদীপ দাস, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকেরা।

জানা গিয়েছে, এদিন জেলা প্রশাসনের তরফে পুজো উদ্যোক্তা কমিটিগুলিকে নিয়ে একটি সমন্বয় বৈঠক করা হয়। সেখানে প্রায় ৪০ টি পুজো উদ্যোক্তা কমিটির সদস্যদের হাতে এই অনুদানের চেক তুলে দেয়া হয়। জেলা জুড়ে এবার প্রায় ৫৩০টি পুজো কমিটিকে এই অনুদান দেয়া হবে ধাপে ধাপে।পুজোর আগে স্বভাবতই এই অনুদান স্বরূপ চেক হাতে পেয়ে খুশি উদ্যোক্তারা।

এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'এদিন বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কী কী করতে হবে সেই বিষয়ে তাদের অবগত করা হয়েছে। আশা করছি অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও সুষ্ঠু ভাবে পুজো সম্পন্ন হবে।' এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার দিক থেকে সবদিক দিয়ে আমরা প্রস্তুত।'

বধূকে হত্যার দায়ে স্বামীর ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গৃহবধূকে হত্যার দায়ে ৫ বছর কারাদণ্ডের পর শনিবার বাঁকুড়া সেশন জজ মনোজ্যোতি ভট্টাচার্য মূল অভিযুক্ত ওই বধূর স্বামী ধনঞ্জয় দাসকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডর নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা জরিমানা। তা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডর নির্দেশ দিলেন।

একই ঘটনায় অভিযুক্ত ধনঞ্জয়ের বাবা, মা, দাদা এবং তার স্ত্রীকে খুনে মদত দেওয়ার অভিযোগে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডর নির্দেশ দিলেন। ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার আব্দুস সামাদ আনসারি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মামলার সাক্ষীসাবুদ আদালতে পেশ করেন। সেই সাক্ষীসাবুদ খতিয়ে দেখার পর বিচারক এদিন ওই সাজা ঘোষণা করেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালের মে মাসে অনেক সাধ করে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ভালো ঘর এবং সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন মেয়ের।

বাঁকুড়ার ওন্দা থানা নিকুঞ্জপুরের বাসিন্দা ধনঞ্জয় দাসের সঙ্গে বিয়ে দেন মেয়ের। ছেলের বাড়ির চাহিদা অনুযায়ী, দানসামগ্রীও দেওয়া হয়েছিল। বাবা ভেবেছিলেন মেয়ে একটা সুখী গৃহকোণ পাবে। ২০১৮ সালের মে মাসে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় ওই মেয়ের। আর মাত্র ৫ মাস পরেই অক্টোবরে আগুনে পুড়ে মারা যান সেই নববধূ। অভিযোগ, বাপের বাড়ি থেকে অতিরিক্ত টাকা এবং অন্যান্য সামগ্রী আনার জন্য নববধূকে স্বামী ধনঞ্জয় সহ তার বাবা মদন দাস, মা আঙুরবালা, দাদা সঞ্জয় দাস এবং জা শ্রাবন্তী অমানসিক অত্যাচার চালাত। ওই গৃহবধূ তার বাপেরবড়িতে সে কথা জানিয়েওছিল। কিন্তু অসহায় বাবা মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই মেয়েকেই একটু মানিয়ে চলার পরামর্শ দেন। মেয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করলেও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গৃহবধূকে মানিয়ে চলতে পারেনি।

২০১৮ সালের অক্টোবর মাসের একদিন ওই গৃহবধূর ওপর অত্যাচারের মাত্রা ছাড়ায়। মেয়ের দাদার অভিযোগ, বোনকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে পরিকল্পিত ভাবে গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার পর তাঁকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করেছে স্বামী ধনঞ্জয় সহ বাড়ির অন্য সদস্যরা। সেই মর্মে তিনি বোনের শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকের নামে বোনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ দায়ের করেন। তারই ভিত্তিতে পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। শনিবার সেই মামলার রায় ঘোষণা হল। ওই খুনের ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত করেন ওন্দা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আব্দুস সামাদ আনসারি।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ স্বাধীনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মানবপাচার ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল শনিবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের অন্তর্গত এএসডিএম হাইস্কুলে আয়োজিত এদিনের এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা।

জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন পরিবারের লোকেরা। জেলার গ্রামীণ এলাকাগুলিতে এমন ঘটনা প্রায় ঘটছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন ফাঁদে পা দিয়ে নারী ও শিশু পাচারের শিকার হতে হচ্ছে অনেককেই। সেই কারণে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ, নারী, শিশু পাচার, নির্যাতন রুখতে এই সচেতনতা শিবিরটির আয়োজন করা হয়েছিল। পাশাপাশি এদিনের এই আলোচনা শিবিরে পকসো আইনের ওপরেও আলোকপাত করা হয়। শিবিরের শেষে উপস্থিত পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট বয়সের আগে বিয়ে না করা ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বিষয়ে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

এবিষয়ে শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, 'আগামী ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত জেলাজুড়ে প্রায় ১৮১ টি হাইস্কুল, ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রাম ও পঞ্চায়েত স্তরের শিশুসুরক্ষা কমিটির মাধ্যমে এবিষয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচার করা হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৪ লক্ষ মানুষের কাছে শপথ নেওয়ার লক্ষে অভিযান শুরু করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েত, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র- ছাত্রী সহ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষদের নিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে।'

পুজো কমিটিদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভাতার ব্লক অফিসে শনিবার দুটো ত্রিশ মিনিটে দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে পুজো কমিটিদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকে মোট ১৬২টি পুজো কমিটি রয়েছে।

তাদের সকলকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে যাতে দুর্গা উৎসব পালিত হয় সেই বিষয় নিয়েই ভাতার ব্লক অফিসে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভাতার বিধানসভার বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী, ভাতারের বিডিও দেবজিৎ দত্ত, ভাতার ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিক দেবব্রত দেব এবং সঞ্জীব চৌধুরী, ভাতার থানার মেজবাবু সুভাষ পাল, এবং বাণীশংকর মহাপাত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাতার বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক অভিজিৎ গোস্বামী। মূলত শান্তিপূর্ণ ভাবে যাতে দুর্গা উৎসব পালিত হয় সেই বার্তা তুলে দেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।

বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী বলেন, দুর্গা উৎসব হল সর্বজনীন। তাই সম্প্রীতি বজায় রেখে এই উৎসব পালনের বার্তা দেওয়া হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বালকের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে গ্যারেজে যাচ্ছিল দীপ মাঝি নামের এক বালক। কুসুমগ্রাম বাজার থেকে মেমারির দিকে যাওয়ার সময় চালবোঝাই একটি লরি ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হয় দীপ মাঝি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। আহত দীপ মাঝিকে উদ্ধার করে মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক দেখে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গিয়েছে, মৃত দীপ মাঝির বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার কুসুম গ্রামে। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। ঘাতক ট্রাকটিকে পুলিশ আটক করলেও ট্রাকের চালক পলাতক।

জলগর্জনের মাঝে অষ্টনাগ পুজো গড়চুমুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ডি ভি সি র ছাড়া জলে রাজ্যের বন্যা বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যা হয়েছে। বাদ যায়নি হাওড়াও। উদয়নারায়ণপুর ব্লকের ও আমতা দুই ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত জলের তলায়। এই পরিস্থিতিতে শ্যামপুরের উলুঘাটার ৫৮টি গেট সম্পূর্ণ খোলা। তীব্র স্রোত ও শব্দে হুহু করে জল দামোদরের সংযোজিত অংশ দিয়ে ভাগীরথীর বুকে যাচ্ছে। ফলে তীব্র জলশব্দ এখন গড়চুমুক আটান্ন গেট এলাকায়। এর মাঝে আটান্ন গেট পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকার মানুষ মেতে উঠেছে অষ্টনাগ পুজোয়।

জানা গিয়েছে, ৩৮ বছর ধরে চলে আসছে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই পুজোর উদ্যোক্তা সংগঠন উলুঘাটা বিবেকানন্দ স্মৃতি সংঘ বাজারের ব্যবসায়ী সমিতি। সম্পাদক পরেশ হাতি জানান, আগে এই এলাকার সাপের তীব্র উপদ্রব ছিল। তা থেকে বাঁচতে এই পুজো শুরু করা হয়। নয় দিন ধরে চলে পূজার্চনা ও মেলা। কিন্তু এবছর মেলার সময়ে অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলার সময়ে কয়েকশো মানুষকে দেখা যাচ্ছে যারা ৫৮ গেটের উপর দাঁড়িয়ে বিপুল জলরাশির উদ্দাম গর্জন অনুভব করছেন। মেলার সঙ্গে এই জলগর্জন অতিরিক্ত পাওয়া বলে অনেকেই জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বন্যা দুর্গত এলাকা থেকে জল নামাতে সব কটি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে ভয়ঙ্করের মাঝে ও সেজে উঠেছে আটান্ন গেট এলাকা।

রবিবারেই জয়ের স্বপ্ন দেখছে ভারত, চাই আর ৬ উইকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন শুভমন গিল। দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করলেন তিনি। শতরান করলেন ৬৩২ দিন পরে টেস্টে ফেরা ঋষভ পন্থও। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে একমাত্র রবিচন্দ্রন অশ্বিন উইকেট পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে সেই তিনিই ৩ উইকেট নিয়েছেন। তৃতীয় দিন বাংলাদেশকে হারানোর পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে ভারত। রোহিত শর্মাদের দরকার আর ৬ উইকেট। বাংলাদেশের জিততে চাই আরও ৩৫৭ রান। খারাপ আলোয় তৃতীয় দিনের খেলা প্রায় ৪৫ মিনিট আগে শেষ হয়েছে। নইলে হয়তো আরও সমস্যায় পড়ত বাংলাদেশ।

৮১ রানে ৩ উইকেট থেকে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। ক্রিজে ছিলেন শুভমন ও পন্থ। তাঁরাই খেলা চালিয়ে যান। প্রথম ইনিংসে লেগ স্টাম্পের বাইরের বল খেলতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন শুভমন। দ্বিতীয় ইনিংসে সেই ভুল করেননি তিনি। অফ স্টাম্পের বলে তাঁর পরিচিত কভার ড্রাইভ দেখা গিয়েছে। সময় নিয়েছেন। ছাড়ার বল ছেড়েছেন। মারার বল মেরেছেন।

অপর প্রান্তে পন্থ নিজের পরিচিত আগ্রাসী মেজাজে খেলছিলেন। প্রথম ইনিংসেও চালিয়ে খেলা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ৩৯ রান করার পরে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য তেমনটা হল না। দুই ব্যাটার দলকে টেনে নিয়ে গেলেন। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের বোলারেরা ভাল বল করছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁদের থিতু হওয়ার সুযোগ দেননি ভারতের দুই ব্যাটার।

পন্থ ও শুভমন দু'জনেই শতরান করেন। ১২৮ বলে ১০৯ রান করে আউট হন পন্থ। ১৩টি চার ও চারটি ছক্কা মারেন তিনি। শুভমন অবশ্য আউট হননি। ১৭৬ বলে ১১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ১০টি চার ও চারটি ছক্কা মারেন। ছ'নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১৯ বলে ২২ রান করেন লোকেশ রাহুল। ৪ উইকেটে ২৮৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন রোহিত। বাংলাদেশের সামনে ৫১৫ রানের লক্ষ্য দেন তাঁরা।

দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুটা খারাপ করেনি বাংলাদেশ। দুই ওপেনার আক্রমণাত্মক শুরু করেন। ভারতের পেসারদের বিরুদ্ধে হাত খোলেন জাকির হাসান ও শাদমান ইসলাম। উইকেটের জন্য ভারতীয় পেসারেরা ফুল লেংথে বল করছিলেন। সেটা কাজে লাগিয়ে দ্রুত রান করছিলেন তাঁরা। দুই ওপেনারের মধ্যে ৬২ রানের জুটি হয়।

বাংলাদেশকে প্রথম ধাক্কা দেন যশপ্রীত বুমরা। জাকিরকে ৩৩ রানের মাথায় আউট করেন তিনি। ভাল ক্যাচ ধরেন যশস্বী। বাকি সময়ে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলেন অশ্বিন। ৩৫ রানের মাথায় তাঁর বলে আউট হন শাদমান।

বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ভাল খেলেন। অর্ধশতরান করেন তিনি। কিন্তু পাশে কাউকে পাননি শান্ত। মোমিমুল হক ও মুশফিকুর রহিম রান পাননি। দু'জনকেই ফেরান অশ্বিন। ৩৭.২ ওভারে বাংলাদেশের রান যখন ৪ উইকেটে ১৫৮, তখন আলো কমে যাওয়ায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আর খেলা শুরু করা যায়নি। শান্ত ৫১ ও শাকিব আল হাসান ৫ রানে ব্যাট করছেন।

টেস্ট জিততে ভারতের দরকার আর ৬ উইকেট। অন্য দিকে বাংলাদেশের দরকার আরও ৩৫৭ রান। যা পরিস্থিতি তাতে ভারত অনেকটা এগিয়ে। চতুর্থ দিন ভারতীয় পেসারদের সামনে তাঁরা কত ক্ষণ টিকতে পারেন সেটাই চ্যালেঞ্জ শাকিব, শান্তদের।

শাকিবদের দোষ দেওয়া শুরু বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: তবে কি খেলা শেষ হওয়ার আগেই হার মেনে নিয়েছে বাংলাদেশ? চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্ট জিততে ভারতের দরকার আর ৬ উইকেট। বাংলাদেশের চাই এখনও ৩৫৭ রান। এখনও দু'দিনের খেলা বাকি। যা পরিস্থিতি তাতে ভারত এগিয়ে থাকলেও এখনও হারেনি বাংলাদেশ। যদিও এখন থেকেই দলের ব্যাটারদের দোষ দেওয়া শুরু করেছেন ব্যাটিং কোচ ডেভিড হেম্প। প্রথম ইনিংসে দলের ব্যাটারেরা যে ভাবে খেলেছেন তাতে হতাশ তিনি। এক বারও এই ম্যাচে ফেরার কোনও কথা শোনা যায়নি তাঁর মুখে। তৃতীয় দিনের খেলার পরে সাংবাদিক বৈঠক করেন হেম্প। সেখানে তিনি টেনে আনেন আগের দিনের প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে একটা সময় ১৪৪ রানে ৬ উইকেট পড়ে গিয়েছিল ভারতের। সেখান থেকে ৩৩৯ রান করে তারা। পরে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪৯ রানে শেষ হয়ে যায়। সেখানেই তারা পিছিয়ে পড়ে। সেই কথাই তুলে ধরেছেন হেম্প। তিনি বলেন, তভারতের বিরুদ্ধে প্রথম দিন আমরা ভাল জায়গায় ছিলাম। সেখান থেকে ওদের খেলায় ফিরতে দিয়েছি। আমরা প্রথম ইনিংসে খুব খারাপ ব্যাট করেছি। কেউ ক্রিজে সময় কাটাতে পারেনি। তাড়াহুড়ো করেছে। আমি মনে করি, আমার দলের ব্যাটারেরা যা খেলেছে তার থেকে ভাল খেলার ক্ষমতা রাখে। ওদের অন্তত আরও বেশি বল খেলতে পারত। সেখানেই আমরা পিছিয়ে পড়েছি।দ

প্রথম ইনিংসের তুলনায় দ্বিতীয় ইনিংসে অনেক ভাল ব্যাট করছে বাংলাদেশ। দুই ওপেনার শুরুটা ভাল করেছেন। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত অর্ধশতরান করে খেলছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁদের ব্যাটিং প্রথম ইনিংসের তুলনায় ভাল হয়েছে বলে জানিয়েছেন হেম্প। তিনি বলেন, তপ্রথম ইনিংসের থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা ভাল ব্যাট করেছি। ব্যাটারেরা ক্রিজে অনেক বেশি সময় কাটিয়েছে। ভারতের বোলিং আক্রমণ বেশ ভাল। ওরা উইকেট লক্ষ্য করে বল করেছে। আমাদের বেশি হাত খোলার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু ক্রিজে পড়ে থাকলে রান আসবে। দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা সেটা দেখিয়েছি। কিন্তু প্রথম ইনিংসে করতে পারিনি। তার জন্যই এই অবস্থা।

তৃতীয় দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন শান্ত ও শাকিব আল হাসান। এখনও লিটন দাস, মেহেদি হাসান মিরাজ নামেননি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দেখিয়েছে ২৬ রানে ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরেও ২৬২ রান করা যায়। তা হলে ভারতের বিরুদ্ধে সেটা কেন করতে পারবে না তারা? হেম্পের গলায় জয়ের আশা শোনা যায়নি। তিনি বলেন, তভারতের বিরুদ্ধে রান করা চ্যালেঞ্জ। সেটা আমাদের শিখতে হবে। আমরা যখন এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করতে বসব তখন কোথায় ভুল হয়েছে তা খতিয়ে দেখব। কী ভাবে সেই সমস্যা মেটানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তবেই আমরা ভাল করতে পারব। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাটারদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চতুর্থ দিন তাঁর বল খেলতে সমস্যা হবে বলে মনে করেন হেম্প। তিনি বলেন, তঅশ্বিনের কিছু বল অতিরিক্ত বাউন্স হচ্ছে। সেই সব বল খেলা কঠিন। কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের রান করতে হবে। পিচ এখনও ব্যাটিংয়ের জন্য ভাল। দেখা যাক কাল কী হয়।

বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তাঁরা হয়তো ধরে নিয়েছেন এই টেস্টে আর ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। সেই কারণেই ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। ভুল শোধরানোর কথা ভাবতে শুরু করেছেন। তবে কি এখন থেকেই হার মেনে নিয়েছে বাংলাদেশ? হেম্পের কথা সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

Government of West Bengal
Press Notice
e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for supplying of (i) Fish Fingerlings with Lime (CaO); (ii) Duckling; (iii) Vermicompost vide **NIT No-01(e)RAD CC 2024-25/SC-Extn (2nd Call);** Dated-**17/09/2024**. For details plvisit: **www.wbtenders.gov.in;** Memo **No- 283(14); Dt 17/09/2024.** Last date of e-tendering- **28.09.2024 at 11.00 am.**
Sd/- A. Saha
Assistant Director of Agriculture (Admn) Soil Conservation, Purulia

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
DATE CORRIGENDUM
Tender No. KDHM/18/ AMRUT 2.0/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_741202_1 to 2024_MAD_741202_4
Last date of Submission of Tender **25.09.2024** instead of **21.09.2024.** Details of can be seen at:
www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
DATE CORRIGENDUM
Tender No. KDHM/24/CON/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_750097_1
Last date of Submission of Tender **25.09.2024** instead of **21.09.2024**. Details of can be seen at:
www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
DATE CORRIGENDUM
Tender No. KDHM/25/CON/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_750134_1
Last date of Submission of Tender **25.09.2024** instead of **21.09.2024.** Details of can be seen at:
www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

কিংবদন্তি প্রশাসককেই মৃত্যুবার্ষিকীতে মনে করালেন বিশ্বরূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দিতে হবে বিশ্বময়। এই ছিল তাঁর মন্ত্র। যার পথ প্রদর্শনে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আজ এভারেস্ট সমান। দিশা পেয়েছে আইসিসিও। ভারতীয় ক্রিকেটের বিশ্বশাসন-প্রভাবের কথা কে না জানে! তাতেও সিংহভাগ কৃতিত্ব তাঁরই। তিনি হলেন জগমোহন ডালমিয়া। ক্রিকেটের শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যকে চূর্ণ করে দিয়ে নিজেদের অধিকারকে সু প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই কিংবদন্তি প্রশাসক। সাতের দশকে বিশ্বনাথ দত্তের হাত ধরে সিএবি প্রশাসনে এলেও বিসিসিআই-এ যোগ দেন ১৯৭৯ সালে। ১৯৮৩ সালে ভারত প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতার বছরই বোর্ড-এর কোষাধ্যক্ষ ও পরে সচিব পদে দেখা যায় তাকে। এরপর-ই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ আয়োজনে বড় ভূমিকা নেন তিনি। দূরদর্শন-কে ক্রিকেট সম্প্রচারের জন্য বিপুল টাকা দেওয়ার পরিবর্তে টিভি সম্প্রচারের সত্ত্ব বিক্রি জন্য সচেষ্ট হন তিনি, যাতে বিসিসিআই লাভের মুখ দেখে। তাঁর ও আইএস বিন্দার হাত ধরে ১৯৮৭ সালে এবং ১৯৯৬ সালে এশিয়ায় বিশ্বকাপের আসর বসে। ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন ডালমিয়া। সেই প্রথম। এ যেন শুধু একজন উপমহাদেশীয়, একজন ভারতীয়র জয় ছিল না, বিশ্ব ক্রিকেটে শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ঘটিয়ে একজন ডালমিয়ার জয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলা হয় সে সময় আইসিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাত্র ৩৭ হাজার ডলার ছিল আর ২০০০ সালে যখন তিনি আইসিসি ছাড়েন তখন সেই টাকার অঙ্ক গিয়ে পৌঁছেছিল ১ কোটি ১০ লাখ ডলারে। প্রশাসক হিসেবে তিনি যে কতটা দক্ষ ছিলেন তা এই একটি উধাহরণেই বোঝা যায়। ক্রিকেটের প্রশাসক হিসেবে তার সাফল্য অগুনতি। সেই প্রয়াত কিংবদন্তি প্রাক্তন বিবিসিআই তথা আইসিসি সভাপতি প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার শুক্রবার ছিল নবম মৃত্যুবার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। আর প্রাক্তন সিএবির সচিব বিশ্বরূপ দে বউবাজার এলাকায় জগমোহন ডালমিয়ার স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজন করলেন বিশেষ রক্তদান শিবিরের। যেখানে উপস্থিত ছিলেন জগমোহন ডালমিয়ার সুযোগ্য পুত্র তথা আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার অভিষেক ডালমিয়া, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস, সহ সিএবির অন্যান্য সচিব এবং প্রায় সমস্ত কর্মকর্তারাই। সকলেই জগমোহন ডালমিয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতিতে জগমোহন ডালমিয়ার অবদান ও তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এদিন স্মৃতিচারণা করেন উপস্থিত অতিথিরা। পাশাপাশি বিশ্বরূপ দের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন সকলে। রক্তদাতাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন অভিষেক ডালমিয়া, স্নেহাশিস গাঙ্গুলি সহ উপস্থিত অতিথিরা। সবমিলে সাড়ম্বরে উদযাপিত হল এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান। এদিন এলাকার প্রায় শতাধিক মানুষ রক্তদান করেন।আগামীতে আরও বড় আকারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চান বলে জানান বিশ্বরূপ দে। জগমোহন ডালমিয়ার ক্রিকেটের প্রতি যে অবদান তা যাতে কেউ ভুলে না যায় তার জন্যই তা এহেন আয়োজন বলে জানান তিনি।

আম্পায়ারদের ফিট রাখতে সিএবিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাদা হ্যাট পরে ২২ গজের মধ্যমণি থাকেন একজনই। তিনি আম্পায়ার। তাকেই খেয়াল রাখতে হয়, মাঠে যেন কোনো ভুল বা কোনো বিতর্কিত ঘটনা না ঘটে। তাকেই নিতে হয় সিদ্ধান্ত। একটু ভুল-চুক হলেই প্রভাব পড়ে দু'দলের লড়াইয়ে। তাই মাঠে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম।যত দিন যাচ্ছে, ততই কঠিন হচ্ছে আম্পায়ারিং। কারণ বাড়ছে প্রযুক্তির ব্যবহার।স্লো মোশন, আল্ট্রা মোশন, হট স্পট ফ্রন্ট অন, হট স্পট লেগ-সাইড, হট স্পট অফ-সাইড, বল ট্র্যাকিং, স্নিকো, স্টাম্প অডিওসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আম্পায়ারের প্রতিটি সিদ্ধান্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। চাপ বাড়ছে তাতে আম্পায়ারদের। সেই আম্পায়ারদের পাশেই থেকেছে বরাবার সিএবি। প্রতি বছরের মত এই বছরও বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থার আম্পায়র অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় সিএবিতে বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির। শুধু আম্পায়াররাই নন, সঙ্গে ছিলেন ম্যাচ অবজার্ভাররাও। রক্তদানের মাধ্যমে প্রয়াত ক্রিকেট প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়াকে শ্রদ্ধা জানালেন তারা। বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় , সিএবির আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিত্ ব্যানার্জী , সিএবির অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক, উপস্থিত ছিলেন গ্রাউন্ড কমিটির চেয়ারম্যান শান্তনু মিত্র। প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। একটা খেলাকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে হলে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি আম্পায়ারদের ফিট থাকাটাও জরুরি তাই তাই এই ধরণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে ঝুলন গোস্বামী। যেভাবে রক্তদানের মাধ্যমে জগমোহন ডালমিয়াকে তারা শ্রদ্ধা জানালেন আম্পায়ার ও ক্রিকেট অবজার্ভাররা তাকে সাধুবাদ জানালেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে অবধি সিএবির স্থানীয় ম্যাচগুলিতে বাজে আম্পায়ারিংয়ের ভুরি ভুরি অভিযোগ শোনা যেত কিন্তু প্রসেনজিত্ ব্যানার্জী আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকে সেই অভিযোগ অনেকটাই কমেছে। আগে ছোট আকারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও সিএবির সহায়তায় অনেক বড় আকারে এই কর্মসূচির আয়জন করা হয়েছে। তাই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন তিনি। আগামীতে আরো বড় আকারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চান আয়োজকরা। ইতিমধ্যেই যাতে স্থানীয় ম্যাচ গুলো সঠিক ভাবে পরিচালনা করা যায় তার জন্য বিশেষ নিয়ম গ্রহণ করেছে সিএবি।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

দ্বিতীয় দফার আগে কাশ্মীরে গিয়ে গর্জন শাহের

শ্রীনগর, ২১ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এবার বিস্ফোরক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কার্যত হুঙ্কার দিয়ে জানালেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভয়ে কাঁপে পাকিস্তান। যার ফলে তাঁরা কাশ্মীরে হামলা করার সাহস পায় না। সেজন্য শান্তি বজায় রয়েছে ভারত পাকিস্তান সীমান্তে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন উপলক্ষে শনিবার পুঞ্চে ভোটপ্রচারে গিয়েছিলেন অমিত শাহ। এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন মুরতাজা খান। এখানেই পাকিস্তান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুবসমাজের হাতে বন্দুক ও পাথরের পরিবর্তে ল্যাপটপ তুলে দিয়েছে সরকার। মোদি সরকারের প্রশংসা করে বলেন, 'জম্মু এলাকার পাহাড়ে বন্দুকের আওয়াজ আর যাতে শোনা না যায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে আমাদের সরকার।' একইসঙ্গে বলেন, 'সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তবর্তী এলাকায় আরও বাঙ্কার বানানো হবে।' এর পরই সুর চড়িয়ে বলেন, 'আমি আপনাদের ১৯৯০ দশকের কথা মনে করাতে চাই। যখন সীমান্তের ওপার থেকে লাগাতার গোলাগুলি চালানো হত। আজ কী সেভাবে গোলাগুলি চলে?' নিজেই এর উত্তর দিয়ে শাহ বলেন, 'সেই ঘটনা অতীত হয়েছে। কারণ আগের শাসক পাকিস্তানের ভয়ে কাঁপত। কিন্তু এখন পাকিস্তান মোদির ভয়ে কাঁপে। গুলি চালানোর মতো সাহস ওদের আর নেই। কারণ ওরাও জানে গুলি চালালে মুখের উপর জবাব পেয়ে যাবে পাকিস্তান।'

তবে অমিত শাহ এমন দাবি করলেও বাস্তব বলছে পাকিস্তানের লাগাতার ষড়যন্ত্রে খুব একটা ভালো নেই উপত্যকা। সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক জঙ্গি হামলায় শহিদ হয়েছেন অসংখ্য সেনা জওয়ান। খতম হয়েছে জঙ্গিও। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের দাবি অনুযায়ী, মৃত জঙ্গির বেশিরভাগই পাকিস্তানের। শুধু তাই নয়, সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তানের তরফে বার বার গোলা ছোড়া হয়েছে ভারতে। সমানতালে চলেছে অনুপ্রবেশের চেষ্টাও। এমনকি গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, পাক সেনার হস্তক্ষেপে বহু জঙ্গি ইতিমধ্যেই জম্মুতে প্রবেশ করেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রামবাসীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেনা। উপত্যকার এমন পরিস্থিতির মাঝে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ দাবি কতদূর যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। অবশ্য এটাও ঠিক যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই দাবি করেছেন, বিজেপির ভোট প্রচারের মঞ্চ থেকে।

পেজার ও ওয়াকিটকিতে বিস্ফোরক পৌঁছনোর আগেই

বেইরুট, ২১ সেপ্টেম্বর: লেবাননে বিস্ফোরিত হওয়া তারহীন যোগাযোগের যন্ত্র পেজার ও ওয়াকিটকিগুলোতে বিস্ফোরক স্থাপন করা হয়েছিল সেগুলো দেশটিতে পৌঁছনোর আগেই। লেবানন কর্তৃপক্ষের করা প্রাথমিক তদন্তে এমন তথ্য উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। লেবাননে পেজার বিস্ফোরণে নাম জড়াল এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের। ওই যুবকের নাম রিনসন হোসে। কেরলের ওয়ানড়ে তাঁর জন্ম। কিন্তু বছর সাঁইত্রিশের যুবকটি পড়াশোনা শেষে দেশ ছাড়েন। চলে যান নরওয়েতে। এখনও তিনি সেখানকার নাগরিক। আর এই রিনসনের নামই উঠে এল পেজার বিস্ফোরণ কাণ্ডে।

রয়টার্সের খবরে আরও বলা হয়, লেবাননে পৌঁছনোর আগে ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোয় বিস্ফোরক স্থাপনের তথ্য জানিয়ে জাতিসংঘের লেবাননের মিশনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদে ওই চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ওই ডিভাইসগুলোতে ইলেকট্রনিক বার্তা পাঠানোর পর সেগুলো বিস্ফোরিত হয় বলে কর্তৃপক্ষের বদ্ধ ধারণা।

গত মঙ্গল ও বুধবার লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে পেজার ও ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ৩৭ জন নিহত হন। আহত হন ৩ হাজারের বেশি মানুষ। শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে দেওয়া বক্তব্যে লেবাননের শীর্ষ কূটনীতিক আবদাল্লাহ বোউহাবিব ওই হামলাকে 'বর্বরতা ও সন্ত্রাসের নজিরবিহীন কৌশল' বলে উল্লেখ করেছেন।

লেবানন সরকার ও দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর দাবি, ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বিস্ফোরণের পেছনে ইসরায়েলের হাত রয়েছে। সূত্রের বরাতে রয়টার্সও জানিয়েছে, ওই হামলার পরিকল্পনা করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর গোপন গোয়েন্দা দল 'ইউনিট-৮২০০'। তবে এ বিষয়ে এখনো মুখ খোলেনি ইসরায়েল। এদিকে পেজার ও ওয়াকিটকি বিস্ফোরণের ঘটনা স্বাধীন, যথাযথ ও স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। শুক্রবার নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে তিনি বলেন, পারতপক্ষে ক্ষতিকর মনে হয় না এমন বহনযোগ্য জিনিসে গোপনে বিস্ফোরক স্থাপন করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নিষিদ্ধ। তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ ধরনের হিংসতা একটি যুদ্ধাপরাধ।

ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাসে এক আধিকারিকের রহস্যমৃত্যু

ওয়াশিংটন, ২১ সেপ্টেম্বর: ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাসে এক আধিকারিকের রহস্যমৃত্যু! এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কীভাবে ওই আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনা খুন নাকি আত্মহত্যা, জানতে তদন্তে নেমেছে স্থানীয় ওয়াশিংটন পুলিশ ও মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস। ওই আধিকারিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, গত ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার ভারতীয় দূতাবাসের মিশন প্রাঙ্গণ থেকে ওই আধিকারিকের দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনা ঘিরে দানা বেঁধেছে রহস্য। প্রাথমিক তদন্তে দূতাবাসের অনুমান, ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। শুক্রবার এই ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দেয় ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস। বিবৃতিতে বলা হয়, '১৮ সেপ্টেম্বর দূতাবাসে এক আধিকারিকের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। দেহ দ্রুত পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরিবারের কথা বিবেচনা করেই ওই আধিকারিকের নাম এবং বাকি তথ্য গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

মৃত আধিকারিকের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে দূতাবাসের তরফে। ওই ব্যক্তির সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন পুলিশ ও সিক্রেট সার্ভিস। আত্মহত্যার তত্ত্ব উড়িয়ে দিচ্ছেন না তারাও। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনার পিছনে বড় কোনও কারণ বা রহস্য রয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা।

Short Notice Inviting e-Tender:
Govt. of West Bengal
Executive Engineer, Birbhum Division, P.W.D invite online short tender vide **Short NIET-15 of 2024-25 Tender ID:- 2024 WBPWD_2024_WBPWD_755515 _1&2,** for the 02(Two nos repairing and renovation work of Toilet Block & Rest Room of Suri Sadar Hospital & Bolpur Sub-Divisional under **'RATTIERER SAATHI'** Scheme. Detailed downloading done. **http://wbtenders.gov.in.**
Executive Engineer
Birbhum Division, P.W.D.

Short Notice Inviting e-Tender:
Govt. of West Bengal
Executive Engineer, Birbhum Division, P.W.D invite online short tender vide Short **NIET-16 of 2024-25 Tender ID:- 2024_WBPWD_ 755541_1&2.** for the work for the 02 (Two nos repairing and renovation work of Rest Room, Roof Treatment & Boundary wall of Suri Sadar Hospital under **'RATTIERER SAATHI'** Scheme. Detailed downloading done. **http://wbtenders.gov.in.**
Executive Engineer
Birbhum Division, P.W.D.

QUOTATION NOTICE
Sealed quotations invited vide **NIQ No. 01/SGP/2024-25** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Submission of quotation is started and Last Date of submission is **27/09/2024 up to 12:00** in the noon. Interested agencies may kindly visit office notice board for more details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender hereby invited by the undersigned against **N.I.T No : 7/2024-25 - Dated - 20/09/2024-** 6 Nos scheme under 5th C.F.C (Untied & Tied) Fund, **N.I.T No – 8/2024-25 - Dated-20/09/2024** – 7 nos scheme under 5th S.F.C (Tied) fund. **Bid Submission End Date : 28/09/2024 upto 11.00 AM. Technical Bid Opening Date : 30/09/2024.** Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.
Sd/-
Prodhan
Chandpara Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

বেলুড় মঠের দুর্গা প্রতিমা দশমীর দিনই ভাসান হয়। সেই ভাসান দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন। ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য বাঁশ দিয়ে পুরো চত্বর ঘিরে দেওয়া হয়। লাগানো হয় প্রচুর ফ্লাড লাইট। মোতায়েন থাকে সাদা পোশাকের অজস্র পুলিশ।

যেতে একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় সেই ভিড়ের একেবারে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল রিচা, প্রসিত আর তাদের দশ বছরের একমাত্র মেয়ে চিকি।

প্রসিত ছবি তুলতে খুব ভালবাসে। তেমনি পটুও। আজ পর্যন্ত কতগুলো ক্যামেরা যে কিনেছে তার হিসেব নেই। যে কোনও দৃশ্যকে ফ্রেমবন্দি করতে সে খুব দক্ষ। একই দৃশ্য বারবার ক্লিক করে যায়। রিচা একবার তার একটা বনসাই গাছের বিভিন্ন দিক থেকে তোলা একটা সিরিজ দেখে বলেছিল, বাব্বা, এ তো একই ছবি। একগুলো তুলেছ কেন?

প্রসিত বলেছিল, ছবিগুলো দেখে কি তোমার একই ছবি মনে হচ্ছে? এগুলো প্রত্যেকটার ফ্রেমই তো আলাদা। তোমার চোখে হয়তো এই ছবিগুলোর সূক্ষ্মতম তফাত ধরা পড়ছে না। কিন্তু যাদের ছবি দেখার চোখ আছে, তারা ঠিকই ফারাকটা বুঝতে পারবে।

ভ্রু কুঁচকে রিচা বলেছিল, তা বলে একই গাছের এতগুলো ছবি!

ও বলেছিল, হ্যাঁ, এতগুলো না তুললে এর মধ্যে থেকে সেরা ছবিটা আমি বাছব কী করে! সেরা ছবিগুলো বেছে বেছে জেলা, জাতীয় এমনকী আন্তর্জাতিক ফোটোগ্রাফি এক্জিবিশনগুলিতেও ও পাঠায়। ইদানীং বেশ নামও হয়েছে।

আজ যখন বেলুড় মঠে আসার সময় একটা নয়, তিন-তিনটে ক্যামেরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। কখনও এমনি, কখনও আবার জুম করে ব্যারিকেডের ভিতরে থাকা স্বামীজিদের ক্লোজ আপ নিচ্ছে। নিচ্ছে বাঁ দিকের মন্দিরের সিঁড়িতে গ্যালারির দর্শকদের মতো বসে থাকা মানুষের ছবি। ব্যারিকেডের বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকা ভিড়ের ছবিও।

মণ্ডপ থেকে প্রতিমা নামানো হয়েছে অনেকক্ষণ। মাঠের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গার পাড়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবার চোখ এখন সে দিকেই। সেটা আরও একটু ভাল করে দেখার জন্য রিচা আর চিকি চেষ্টা করছে ব্যারিকেডের একদম সামনে যাওয়ার জন্য। বাচ্চা দেখে কেউ কেউ কাত হয়ে বা পেছন দিকে চেপে যেই একটু জায়গা করে দিয়েছে, চিকি ঠেলেঠুলে ঠিক এগিয়ে গেছে। মেয়ের পিছু পিছু রিচাও। কিন্তু দু'-চার জনের সামনে এগিয়ে যেতেই এত চাপাচাপি শুরু হল যে, চিকির প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। চিকিই বলল, এত ঠেলাঠেলি হচ্ছে না! যেখানে ছিলাম, সেখানেই ভাল ছিলাম। ওখান থেকে তাও দেখতে পাচ্ছিলাম, এত ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে যে, এখানে ঠিক মতো দাঁড়াতেই পারছি না।

রিচা বলল, তা হলে বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়।

দু'জনকে বেরিয়ে আসতে দেখে কেউ বলল, এরা যে কী করছে! একবার ঢুকছে, একবার বেরোচ্ছে। কেউ বলল, কী হল কী? কেউ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আর ঢুকবেন না তো?

রিচা বলল, না। বলেই, সবার পিছনে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে একটু আগে যেমন বিসর্জন দেখছিল, সে ভাবেই দেখতে লাগল। এ দিকে মেয়ে-বউ কী করছে সে দিকে না তাকিয়ে একের পর এক নিজের খেয়ালে ছবি তুলে যেতে লাগল প্রসিত।

প্রসিত কোথায়! এ পাশে ও পাশে চোখ ঘোরাতেই রিচির চোখ পড়ল মাত্র দশ-বারো হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলের দিকে। না, ঠিক ছেলে নয়, লোক। হ্যাঁ, প্রসিতের থেকে বয়সে দু'-চার বছর কেন, হয়তো পাঁচ-সাত, কি তারও বড় হবে। কিন্তু এই বয়সেও বেশ হ্যান্ডসাম। লম্বা চওড়া। দেখলেই মনে হয়, বড় কোনও কোম্পানির কোনও উঁচু পদে আছেন। সাদা-কালো মেশানো মাথার ঝাঁকড়া চুল আর চাপ চাপ দাঁড়ি তাঁকে যেন আরও স্মার্ট করে তুলেছে। তিনি একদৃষ্টে তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে নিল রিচা। কিন্তু যতই বিসর্জনের জন্য মাঠে নিয়ে আসা প্রতিমার দিকে তাকানোর চেষ্টা করছে সে, ততই তার মনে হচ্ছে, লোকটা কি তার দিকে এখনও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন! আর যেই সেটা মনে হচ্ছে, অমনি তার চোখ চলে যাচ্ছে লোকটার দিকে।

চোখ যেতেই রিচা দেখল, হ্যাঁ, লোকটা তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। তা হলে কি তিনি তাকে চেনেন! কোথাও আলাপ হয়েছিল! কলেজ জীবনের কেউ কি! নাকি কোথাও কোনও ট্যুরে কিংবা কোনও বিয়েবাড়িতে অথবা অন্য কোথাও তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল! না হলে তিনি অমন করে তাকে দেখবেন কেন! একমাত্র চেনা হলে কিংবা চেনা চেনা মনে হলেই তো মানুষ এই ভাবে দেখেন!

রিচা নিজেও মনে করার চেষ্টা করতে লাগল, এঁকে কোথায় দেখেছে! কোথায় দেখেছে! কোথায় দেখেছে! আচ্ছা, আমি কি এঁকে আদৌ কখনও দেখেছিলাম! আর একবার মুখটা দেখি তো!

রিচা তাঁর দিকে তাকাতেই লোকটা মুচকি হাসলেন। হাসলেন!তার মানে তো তিনি তাকে চেনেন! না হলে কেউ কি এ ভাবে খামোকা হাসে নাকি! আর কেউ যদি তাকে চেনেন, তাঁকে দেখে মুখ গোমড়া করে থাকাটা শোভন নয়, বরং অভদ্রতা। তাই তাঁর মুচকি হাসি দেখে সেও হাসি হাসি মুখ করল।

আর সে হাসি হাসি মুখ করতেই লোকটা ইশারা করে জানতে চাইলেন, সঙ্গে ওরা কারা?

এই প্রশ্নটা শুনে রিচা বুঝতে পারল, না, ইনি তার পূর্বপরিচিত নন। পরিচিত হলে নিশ্চয়ই এ ভাবে জিজ্ঞেস করতেন না। এগিয়ে এসে বলতেন, কেমন আছ? নিজেই যেচে আলাপ করতেন প্রসিতের সঙ্গে। মেয়ের গাল টিপে হয়তো আদরও করতেন। কিন্তু সে সব যখন করেননি, তার মানে আলাপ হওয়া তো দূরের কথা, এঁকে সে এর আগে কখনও চোখেই দেখেনি। তবু ব্যাপারটা খারাপ লাগল না তার। তাই রিচাও ইশারাতে বোঝাতে চাইল, পাশের বাচ্চাটি তার মেয়ে। আর চোখের ইশারায় প্রসিতকে দেখিয়ে বোঝাতে চাইল, উনি আছেন।

লোকটা ইশারা করলেন, আমি ওখানে যাব?

রিচা ইশারায় ওঁকে ওখানেই থাকতে বলল। বলেই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাত দেখিয়ে ইশারাতেই বোঝাল, আমি দেখছি। তার পর একটু চিৎকার করেই প্রসিতকে বলল, ছবি পাচ্ছ?

প্রসিত বলল, ওই, যা পাই...

— ও দিকে গেলে বোধহয় আরও ভাল ভাল অ্যাঙ্গেল পেতে!

— সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছ!

— গিয়ে দেখতে পারো।

প্রসিত বলল, তা হলে তোমরা এখানে থাকো। আমি না আসা পর্যন্ত অন্য কোথাও যেয়ো না।

— হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এখানেই আছি। আর তুমি যদি আমাদের খুঁজে না পাও, ফোন কোরো।

— আচ্ছা, ঠিক আছে। বলেই, ঘাটের দিকে চলে গেল প্রসিত।

প্রসিত যখন লোকটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, লোকটা ইঙ্গিতে বোঝালেন, ফ্যানটাস্টিক। তার পরেই আবার ইঙ্গিত করলেন, যাব?

রিচার বাঁ দিকে ছিল মেয়ে। তাই চোখের ইশারায় তার ডান দিকে এসে দাঁড়াতে বলল তাঁকে।

লোকটি এসে রিচার পাশে দাঁড়ালেন। রিচা হাসি হাসি মুখ করে তাঁর দিকে তাকাল। লোকটিও।

ফাঁকা ভেবে প্রসিত যেখানটায় গেল, দেখল আগের জায়গাটার চেয়েও সেখানে বেশি ভিড়। তবু ক্যামেরা তাক করতে লাগল প্রতিমাকে। প্রতিমাকে ঘিরে থাকা লোকজনকে। সে যখন ছবি তুলছে, ঠিক তখনই কে যেন পিছন দিয়ে যেতে যেতে তাকে ধাক্কা মারল। সে নড়তেই তার ল্যান্সে ধরা পড়ল একটি ঢলঢলে সুন্দর মেয়ের মুখ। ওর মনে হল, এ কোনও মেয়ে নয়, জ্যান্ত প্রতিমা। এত সুন্দর নিঁখুত মুখ কারও হয়! এই মুখের কাছে মাটির ওই প্রতিমার মুখ তো একেবারে নস্যি। সে আর প্রতিমার দিকে ক্যামেরা ঘোরাল না। একের পর এক ছবি তুলে যেতে লাগল সেই মেয়েটির।

খেয়াল করেননি, এমনিই লেগে গেছে, এমন ভান করে লোকটি আলতো করে রিচার আঙুল ছুঁলেন। স্পর্শ পেয়েই লোকটির দিকে তাকিয়ে রিচা ইশারা করল, পাশে মেয়ে আছে।

লোকটি মুখের ভঙ্গিমা করে বোঝালেন, ঠিক আছে, আমি আছি। ঠিক ম্যানেজ করে নেব। বলেই, এ বার আর আঙুল নয়, রিচার হাতের পুরো তালুটাকে আঁকড়ে ধরলেন। রিচা ফের তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করল। লোকটা এ বার রিচার হাতে আলতো করে হাত বোলাতে লাগলেন। রিচা কিচ্ছু বলল না।

প্রসিত ওই মেয়েটির ছবি আরও ভাল করে তোলার জন্য একটু ঝুঁকতেই তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের পেছনে তার শরীর ঠেকে গেল। এবং ওটা স্পর্শ হওয়ামাত্রই ওর শরীরে যেন চারশো চল্লিশ ভোল্টের কারেন্ট লাগল। ও ঠিক হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই কারেন্টের জন্যই ওর কেমন যেন একটু সুখানুভূতি হল। সেই সুখ ফের পাবার জন্য এ বার আর অসাবধানতাবশত নয়, ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে, ইচ্ছে করেই মেয়েটির পেছনে শরীর লেপটে দিল।

মেয়েটি ঝট করে পেছন ফিরে তাকাল, কী হল? ঠিক হয়ে দাঁড়ান।

প্রমিত ইতস্তত হয়ে বলল, সরি সরি সরি।

মেয়েটি আবার প্রতিমা ভাসান দেখতে লাগল। ততক্ষণে আরও কয়েক জন এসে দাঁড়িয়েছে প্রসিতের ডান পাশে। বাঁ পাশে। পিছনে।

প্রতিমা দেখার জন্য উঁকিঝুঁকি মারার ভান করে প্রসিত ফের মেয়েটির পেছনে অত্যন্ত সন্তর্পনে ধীরে ধীরে শরীর ঠেকাল। মেয়েটি আবার মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও, প্রসিতের পেছনের ভিড় দেখে আর কিছু বলল না। মেয়েটি কিছু না বললেও, প্রসিত নিজেই বলল, এত চাপ আসছে না, দাঁড়াতেই পারছি নাখ

রিচা কিছু বলছে না দেখে লোকটা আস্তে আস্তে হাত থেকে কোমর, কোমর থেকে পিঠে, পিঠ থেকে ধীরে ধীরে হাত রাখলেন কাঁধে। না, তিনি ভাসান দেখছেন না। রিচার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। রিচাও যত না সামনে তাকাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি তাকাচ্ছে ডান দিকে। লোকটার মুখের দিকে। মাঝে মাঝে বাঁ দিকে। মেয়ে দেখতে পাচ্ছে না তো!

না, কেউই টের পায়নি প্রতিমাকে কখন জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। না রিচা। না লোকটা। না প্রসিত।

সামনের লোকজন তাদের ধাক্কা মেরে, ঠেলেঠুলে পেছন দিকে চলে যেতেই, যেই সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল, রিচার ঘোর কাটল। লোকটারও। সম্বিৎ ফিরে পেল প্রসিতও। ভিড় ছত্রাকার হতেই ব্যারিকেড উধাও হয়ে গেল। সারা মাঠ লোকে লোকে ছেয়ে গেল। কে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল খুঁজে পাওয়া মহামুশকিল।

রিচার কানের কাছে মুখ নিয়ে লোকটা বললেন, আপনার মোবাইল নম্বরটা পাওয়া যাবে? ঠিক তখনই রিচার ফোনটা বেজে উঠল। ও প্রান্তে প্রসিত--- তোমরা কোথায়?

রিচা বলল, এই তো এখানে।

— এখানে মানে কোথায়?

— যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

— আমিও তো সেখানেই। তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না তো! কোথায়?

রিচা বলল, আমিও তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। এত লোক! হাত তোলো। হাত তোলো।

রিচার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন লোকটা। রিচার কথোপকথন শুনে যেই বুঝতে পারলেন তার স্বামী ফোন করেছে, অমনি মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলেন, রিচা টেরও পেল না।

বাঁ হাতে কানে মোবাইল ধরে ডান হাতে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাড়াতে লাগল প্রসিত। বলল, দেখতে পাচ্ছ?

রিচা সবার মাথার ওপর দিকে তাকিয়ে এ দিকে ও দিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে পেছন ফিরতেই দেখে, সামনেই প্রসিত হাত নাড়াচ্ছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ও বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি পেয়েছি। পেছন ফেরো, পেছন ফেরো।

প্রসিত পেছন ফিরতেই দেখল, তার বউ মেয়ের হাত ধরে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখা হতেই ওরা তিন জন ওই ভিড়ের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল। শুধু মাঝে মাঝে পেছন ফিরে রিচা দেখতে লাগল, লোকটা কোথায়! লোকটা কোথায়! লোকটা কোথায়!

ক্লান্ত কুমোরটুলি

থিমের সাবেকিয়ানায় কলকাতাকে টক্কর পূর্ব বর্ধমানের

শুভাশিস বিশ্বাস

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের মধ্যে তৈরি হয় এক আলাদা উন্মাদনা। এদিকে পুজো আসতে আর মাত্র কয়েকদিন। অক্টোবরের প্রায় প্রথম থেকেই বাঙালি মাতবে দুর্গা অরাধনায়। আর এই দুর্গাপুজোর হাত ধকেই রাজ্য জুড়ে শুরু হবে উৎসবের মরশুম। কলকাতার দুর্গাপুজোর আলাদা একটা মাত্রা থাকলেও পিছিয়ে নেই শহরের উপকণ্ঠ থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন ক্লাবের দুর্গাপুজোও। আলোকসজ্জা, প্যান্ডেল, থিম, প্রতিমায় চমক দেওয়ার জন্য তৈরি তারাও। জৌলুস আর আড়ম্বরে এবং নানা ধরনের থিমে গত কয়েক বছর ধরে দুর্গাপুজোয় চমক দেখিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পুজোও। এবছরও এর কোনও ব্যতিক্রম হবে না। আর এই চমক দেওয়ার তালিকায় রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বেশ কিছু ক্লাব।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একাধিক ক্লাব। যারা পুজোতে কলকাতার পুজোকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এখানকরা বেশ কয়েকটি বিগ বাজেটের পুজো উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য কলকাতার পুজোর সঙ্গে সমানে সমানে টেক্কা দেওয়ার। আর সেই কারণে ভিন রাজ্য, ভিন জেলা থেকে শিল্পীদের নিয়ে এসেছেন তাঁরা। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে প্যান্ডেল নির্মাণ থেকে প্রতিমা গড়ার কাজও। সবমিলিয়ে পুজোর প্রস্তুতি বুঝিয়ে দিচ্ছে কলকাতার থেকে কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই বর্ধমান।

বর্ধমান শহরে থাকা বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে অন্যতম একটি ক্লাব হল তেলিপুকুর সুকান্ত স্মৃতি সংঘ। প্রতি বছরই নানা ধরনের চমক দিয়ে আসছে এই ক্লাব। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই জানাচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

এবছর দুর্গাপুজোয় বর্ধমানের তেলিপুকুর সুকান্ত স্মৃতি সংঘ এর থিম ভাবনা 'করি যন্ত্রের বন্দনা, তবু যন্ত্রতেই যন্ত্রনা'। এই বিষয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক রাসবিহারী হালদার জানান, 'আমরা প্রতি বছর চাই বর্ধমানবাসীদের একটা সেরা উপহার দিই এই পুজোয়। এবারেও সেরা উপহার দিতে চলছি বর্ধমানবাসীদের। ২০২৪-এ আমাদের থিম 'করি যন্ত্রের বন্দনা তবু যন্ত্রতেই যন্ত্রণা'। এই থিম ভাবনার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, আমরা নানা যন্ত্র নিত্যদিন নিজেদের বিভিন্ন সুবিধার্থে ব্যবহার করছি। তবে এই সব যন্ত্রের যেমন সুফল আছে, ঠিক তেমনই রয়েছে বেশ কিছু কুফলও। সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এই থিমের মধ্যে।'

এর পাশাপাশি ২০২৪ এর আরও এক বড় চমক দিতে চলেছে বর্ধমান ময়ূর মহল মাতৃ সংঘ। যা (বাগান বাড়ি)-র পুজো নামেই পরিচিত। এবার এই সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির থিম 'সহস্র জ্যোতি।' এর পাশাপাশি ২০২৪ এর পুজোয় নজর কাড়বে বর্ধমান ছোটনীলপুর আমবাগান জাগরণী সংঘের পুজোও। ৭৩ তম বর্ষে তাদের থিম 'মাটির ঘরে মা'। বাদ দিলে চলবে না বর্ধমান মেমারির বামুনপাড়া মোড় বাজার কমিটির উদয়ন ক্লাবের দুর্গাপুজোও। এবছরের থিম 'জীবন তরী'।আর অবশ্যই দেখবেন জোড়ামন্দির সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির ৬৬ তম বর্ষের পুজোও। এবছরের থিম, 'শিবালয়'।

২০২৪ এর বর্ধমান শ্যামলাল সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির এবছরের আকর্ষণ, 'ডিজনিল্যান্ড'। ২০২৪ এ আবারো একটা 'ডিজনিল্যান্ড' বর্ধমান পারবীরহাটা সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি ৭০ তম বর্ষে। এর পাশাপাশি অবশ্যই যেতে হবে বর্ধমান শহরের দুর্গাপুজোর মানচিত্রে অন্যতম সেরা 'আলমগঞ্জ বারোয়ারি'-তেও। ভুলে গেলে চলবে না ২০২৪ বর্ধমান শাঁখারিপুকুর হাউসিং নীতু স্মৃতি সংঘের সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির কথাও। হংসরাজ ক্লাব খণ্ডঘোষ, বর্ধমান এ বছরের থিম , 'বেনারস ঘাট'। এখানে বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে থাকছে গঙ্গা আরতি এবং লেজার শো। এই তালিকায় রাখতে হবে ২০২৪ এ ১০১ তম বর্ষে বর্দ্ধমান বাজেপ্রতাপপুর ট্রাফিক কলোনি সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পুজোকেও। এবছরের আকর্ষণ 'দ্বারকাধীশ মন্দির'। বর্ধমান ২ নং শাঁখারিপুকুর বিবেকানন্দ সেবক সংঘের দুর্গাপুজোর 'শুভারম্ভ'।

এই তালিকা দেখলেই স্পষ্ট যে বাঙালির প্রাণের প্রিয় উৎসব এই দুর্গাপুজো আর মোটেই কলকাতা কেন্দ্রিক নয়। মহালয়ার পর থেকে কলকাতার বিভিন্ন প্যান্ডেলে যেমন নামবে জনপ্লাবন, ঠিক তেমনই দর্শনার্থীদের ভিড় জমবে বর্ধমানেও।